তিমির অবগুণ্ঠনে

সৈয়দ শামসুল হক

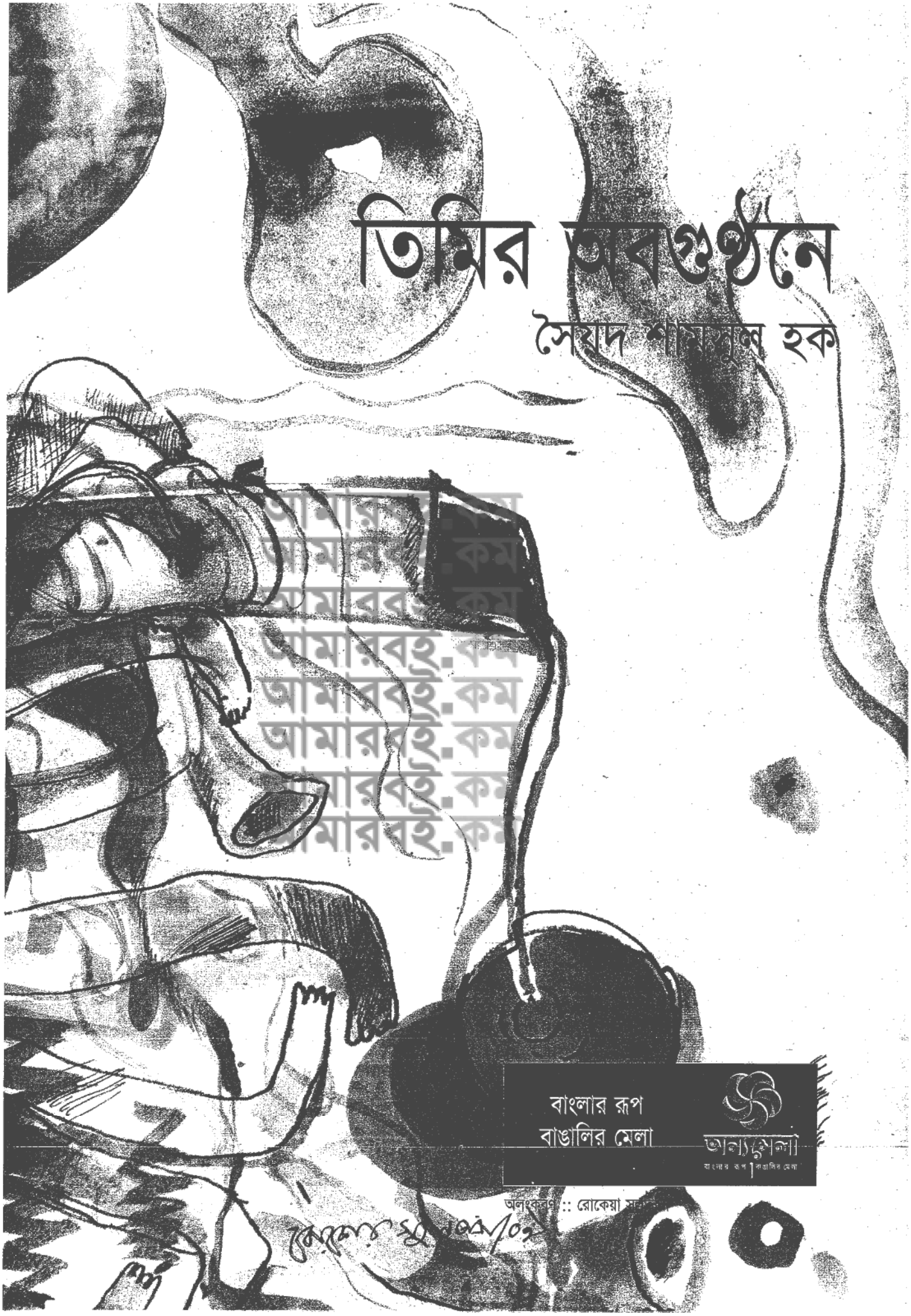

আমারবই.কম

বাংলার রূপ
বাঙালির মেলা

অলংকরণ :: রোকেয়া সুলতানা

আমাদের এই গল্প-প্রবন্ধে এখন যা ঘটতে যাচ্ছে, পৃথিবীর বহু দেশে এই ঘটনা ঘটেছে, হয়তো এই মুহূর্তেই ঘটছে, অথবা ঘটবার অপেক্ষায় আছে লাতিন আমেরিকায়, আফ্রিকায়, ইয়োরোপে, অনেকগুলো দেশে। এবং বাংলাদেশে তো বটেই, যখন যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবি বজ্রের মতো ইতিহাসের অন্ধকার চিরে ঝলসিত হয়ে উঠছে। যুদ্ধাপরাধের কথা লিখেছেন লাতিন আমেরিকার একজন, বসনিয়ার আরেকজন। বাংলাদেশেও এখন লেখা হচ্ছে। আশ্চর্য মিল প্রতিটি রচনায়। সেই একই যুদ্ধাপরাধ। পৃথিবীর কোথাও তার চেহারার বদল নেই।

যুদ্ধাপরাধ! একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধাপরাধ যারা করেছিল তাদের একজনকে নিয়ে এ কাহিনী। আর যার ওপরে অপরাধটি করা হয়েছিল, বিচারের অপেক্ষায় দীর্ঘ বৎসর মাস থেকে, একদিন অকস্মাৎ অপরাধীকে হাতের কাছে পেয়ে— সে কী করেছিল, যা রাষ্ট্র করতে পারে নি, সভ্যতার কাঠগড়া করতে পারে নি, তিমির অবগুণ্ঠনে কতকাল রইবে? এই প্রশ্ন তবে এ গল্প-প্রবন্ধে তোলা রইল।

কক্সবাজার থেকে ইনানি যাবার সড়কে একটি বাড়িতে এখন মাঝরাত। সমুদ্রের গর্জন বাড়ছে রাতের অন্ধকারে। নির্জন বাড়িটিতে টেবিলে ডিনার সাজানো। রাহেলা চেয়ারে বসে আছে। সে তার সামাদের জন্য সেই রাত আটটা থেকে বসে আছে। সামাদ এলে একসঙ্গে খাবে।

ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজবার শব্দ হয়।

রাহেলা উদ্বিগ্ন হয়ে তাকায়। একটু পরেই গাড়ির শব্দ পাওয়া যায়। দ্রুত সে উঠে দাঁড়ায়, জানালা দিয়ে তাকায়, শরীর গুটিয়ে নেয়; গাড়ির হেডলাইটের আলো বসবার ঘরটিকে আলোকিত করে ঘুরে যায়। গাড়ি ব্রেক করে, এনজিন তখনো সক্রিয়, আলো তাকে ঝলসে রাখে।

এ গাড়ির শব্দ রাহেলার অচেনা। রাহেলাদের গাড়ির শব্দ এটি নয়। অজানা অচেনা কিছু দেখলেই, কিছু শব্দ বা ছায়া পেলেই রাহেলা যা করে, সে আলমারি থেকে, আলমারির তাকে পোশাকের স্তূপের নিচ থেকে পিস্তল বের করে।

গাড়ির এনজিন বন্ধ হয়ে যায়। রাহেলা শুনতে পায় তার সামাদের কণ্ঠস্বর। কারো সঙ্গে সে কথা বলছে। নিজের গাড়িতে আসে নি তবে সামাদ। এই লোকটির গাড়িতে এসেছে। রাহেলা অবাক হয়। তাদের গাড়িতে সামাদ নয় কেন?

সামাদ লোকটিকে বলছে, রাহেলা শুনতে পায়, একটু বসবেন না তাহলে?

লোকটি কী বলল রাহেলার কানে স্পষ্ট ধরা পড়ে না।

সামাদ বলে, লোকটিকে, রাহেলা শুনতে পায়, সোমবার। আচ্ছা, রোববারেই দেখা হোক?

লোকটি কী বলে স্পষ্ট শোনা যায় না।

সামাদ বলে, আমার রাহেলা কিন্তু দারুণ রাঁধে। একবার খেলে ভুলতে পারবেন না। যে উপকার করলেন, আমি খুবই কৃতজ্ঞ। তাহলে রোববারেই আসুন, কেমন?

সামাদের পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। ভেতরে আসছে সে। রাহেলা পিস্তল লুকিয়ে ফ্যালে। পর্দার আড়ালে দাঁড়ায়।

সামাদ ঘরে ঢুকে ঘর অন্ধকার দেখতে পায়। বলে, কইগো? ইস, কী অন্ধকার!

তারপর রাহেলাকে সে পর্দার আড়ালে দেখতে পায়।

ওখানে কী করছ। আরে!

তখন রাহেলা পর্দার আড়াল থেকে ধীরে বেরিয়ে আসে।

ওখানে অমন করে আছ কেন? সরি, আমার দেরি হয়ে গেল।

রাহেলা বুকের শ্বাস চেপে রেখে খসখসে গলায় জিগ্যেস করে, লোকটা কে?

হয়েছিল কী, গাড়িটা হঠাৎ প্রবলেম করল। তেমন সিরিয়াস কিছু না। হলো কী, গাড়িটার চাকা হঠাৎ বসে গিয়েছিল। তারপর ওই ভদ্রলোক, তিনিও গাড়িতে যাচ্ছিলেন— এই, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না বাতি ছাড়া।

সামাদ সুইচ টিপে আলো জ্বালায়। তীব্র আলোয় ঘর ভেসে যায়। দেখতে পায় টেবিলে খাবার সাজানো।

সামাদ বলে, এই দ্যাখো, খাবার সব ঠান্ডা হয়ে গেছে, আর তুমিও নিশ্চয়ই না খেয়ে।

রাহেলা ধীর কণ্ঠে বলে, তাতে কী? খাবার গরম করতে কতক্ষণ?

তারপর স্বামীর দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে বলে, তোমাকে বড় খুশি মনে হচ্ছে?

তাই নাকি?

ট্রাউজারের পকেট থেকে সামাদ বড় একটা পেরেক বের করে রাহেলার চোখের ওপর নাচিয়ে বলে, খুশি দেখাবে না? শালার পেরেক— রাস্তায় বসিয়ে দিয়েছিল। চাকা পাংচার। পেছনের ডালা খুলে দেখি, স্পেয়ার চাকাটাও বসে আছে। বোঝো।

এলে কী করে?

আরে, সে-কথা তো পরে। অবস্থাটা আমার বোঝো। ধরো, আর্জেন্ট মেসেজ। জেনারেল সাহেব জরুরি দেখা করতে চান। এক্ষুনি রওনা হতে হবে। আমার সারা জীবনের সবচেয়ে ইম্পোর্টেন্ট মিটিং। গাড়িতে উঠে দেখি, গাড়ির চাকা ভুস। ভাবতে পার? কল্পনা করতে পার?

রাহেলা তীব্রস্বরে উত্তর দেয়, পারি। খুব কল্পনা করতে পারি, বিপদ উদ্ধারের জন্যে মানুষ তুমি ঠিকই পাবে। উদ্ধারটা করল কে? খুব সুন্দরী ছিল বুঝি?

সামাদ আহত গলায় বলে, তুমি মেয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পার না?

পারতাম, যদি তোমাকে ভালো করে না জানতাম। তাহলে এক ভদ্রলোকই তোমাকে উদ্ধার করল? লোকটা কেমন? ভদ্র?

তুলনা হয় না। অভদ্র হলেই বা কী? বিপদে আমাকে পথ থেকে নিজের গাড়িতে তুলে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল। কে দিত? লোকটা যদি খুনীও হয়, আমার তাতে কী?

রাহেলার সমুখে তার অতীত আছাড় দিয়ে ওঠে। সে বলে, ঠিক। তোমার তাতে কী?

অফকোর্স, আমার তাতে কী? আমাকে সে সাহায্য করেছে। আই অ্যাম গ্রেটফুল টু হিম। অ্যান্ড হোয়াই নট? রাত প্রায় একটা। নির্জন মহাসড়ক। আমার গাড়ির চাকা পাংচার। বসে আছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হুস হুস করে বাস যাচ্ছে, ট্রাক যাচ্ছে, গাড়ি ছুটছে, আমি হাত তুলে থামতে বলছি, কেউ থামছে না, তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। রাগে গসগস করে ভাবছি, এ দেশের হলোটা কী? খুব যে ঐক্য-ঐক্য করে চেঁচামেচি, মানুষেরা নাকি সব মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আজ আবদ্ধ, এই তার নমুনা? একটি গাড়ি পর্যন্ত স্পিড স্লো করল না? থামল না? থ্যাংকস টু গড, এই ডাক্তারটির মতো অন্তত একজন মানুষ এখনো এ দেশে আছে। আমি ওঁকে ইনভাইট করেছি খেতে। রোববার ঠিক আছে? ভালো করে রাঁধতে হবে কিন্তু। লোকটা ভারি ভদ্রলোক। ডাক্তার।

ডাক্তার শব্দটা রাহেলার বুকে পেরেকের মতো যেন বিঁধে যায়।

রাহেলা জানতে চায়, জেনারেল সাহেব তাহলে তোমাকে ডেকেছেন?

সামাদ বলে, ও, হ্যাঁ, প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট। হ্যাঁ। ডেকেছেন।

তিনি তোমাকে নিচ্ছেন?

নিচ্ছেন বলেই তো ঘোষণা দিয়েছেন।

এবার তবে তোমার সারা জীবনের স্বপ্ন সফল হলো।

সারা জীবন, কী বলছ? জীবনের অনেক এখনো বাকি। প্রেসিডেন্ট যাঁদের

বাংলার রূপ
বাঙালির মেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

নিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে আমার বয়সই সবচেয়ে কম।

তবে তো তোমারই চান্স। কিছুদিনের মধ্যেই আইনমন্ত্রী। কি বলো?

সেটা আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না।

সুখবরটা ওঁকে দিয়েছ তো?

বুঝতে না পেরে সামাদ প্রশ্ন করে, কাকে?

তোমার ওই উপকারী বন্ধুটিকে, যে পৌঁছে দিল।

ডক্টরকে? আরে, পথে হঠাৎ দেখা। ওকে বলব কেন? তাছাড়া আমি এখনো মনস্থির করতে পারি নি যে জেনারেল মানে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগ দেব কিনা।

তীব্রচোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে রাহেলা বলে, মনস্থির তুমি করেই ফেলেছ।

সামাদ মাথা নেড়ে বলে, না, আমি বলেছি, এক দু'দিন ভেবে দেখি। বলেছি, আমি খুবই গৌরব বোধ করছি, যে, আমাকে ডাকা হয়েছে। কিন্তু আমি একটু ভেবে দেখতে চাই।

বলেছ?

বলেছি। ভেবে দেখার জন্যে আমাকে সময় দিতে হবে।

ভেবে তুমি কী দেখবে, আমি বুঝি না। তুমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ। তুমি জানো তোমার মনে কোনো দ্বিধা নেই। এর জন্যেই এত বছর তুমি হাঁ করে তাকিয়ে ছিলে, কেন খামোকা বলছ?

খামোকা নয়, সোনা। আমাকে হ্যাঁ বলতে হলে, রাজি হতে হলে, সিদ্ধান্ত নিতে হলে, আগে আমাকে জানতে হবে তুমি রাজি আছ, তোমার মনে কোনো ইয়ে নেই। ধরো, তোমার মত না নিয়েই রাজি হলাম, তখন আবার তোমার একটা ব্রেকডাউন হলো, তখন?

রাহেলা বলে, হ্যাঁ তখন তোমার খুব মুশকিল হবে। আমাকে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। বড় ভয়ের কথা। তোমার এত বড় চাকরিটা। এত বড় পোস্ট। আমাকে দেখাশোনা করতে হবে। ভারি মুশকিলের ব্যাপার। তুমি কাজ তখন করবে কী করে?

প্লিজ, খোঁটা দিও না। দেখাশোনা করার কথা কেন তুলছ?

তুলছি, কারণ আমি জানি, তুমি বলেছ তোমার রাহেলার প্রবলেম হতে পারে। সেইসব পুরনো কথা আবার তোমার রাহেলার মনে পড়ে যেতে পারে, প্রেসিডেন্টকে তুমি বলেছ।

না, বলি নি। তিনি ওসব কিছুই জানেন না। কেউ কিছু জানে না। এমনকি তোমার মা যে মা, তিনিও জানেন না।

মা না জানতে পারেন, অনেকেই জানে।

আমি বলছি নতুন সরকারের কথা। নতুন সরকারের কেউ কিছু জানে না। আর আমরাও কখনো প্রকাশ্যে কিছু বলি নি, কারণ, তুমি, মানে আমরা, প্রকাশ্যে কিছু বললে, তুমি আর বেঁচে থাকতে না।

মারত? প্রতিবাদ করলে মারত?

অবশ্যই। তুমিও জানো, ভালো করেই জানো, তোমাকে ওরা মেরে ফেলত।

ভালোই হতো। বিচার আজ হতে পারত। প্রেসিডেন্ট যে কমিশন গঠন করেছেন, প্রেসিডেন্ট যে কমিশনে তোমাকে নিচ্ছেন, আজ তোমরা আমার ঘটনার বিচার করতে পারতে।

সামাদ কিছুক্ষণ রাহেলার কথাগুলো ভাবে। তারপর মাথা নেড়ে বলে, না, পারতাম না। কারণ, এই কমিশন গঠিত হচ্ছে, সংগ্রাম চলাকালে ঘটনাগুলোর জন্যে। তাও আমাদের তদন্তের আওতায় থাকছে, তখন মানবিক অধিকার লংঘন করবার ফলে মৃত্যু হয়, বা হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায় যে সব মৃত্যু, হ্যাঁ, সেইসব তদন্তের জন্যে।

বাধা দিয়ে রাহেলা বলে, আর অন্য ঘটনাগুলোর তদন্ত? যাতে মৃত্যু হয় নি, কিন্তু মৃত্যুর চেয়েও মৃত্যু?

শিশুকে বোঝাবার মতো স্বরে সামাদ বলে, কী জানো রাহেলা, আসলে আমরা চাইছি, এই কমিশনের তদন্তে, সংগ্রামের সময়ে সবচেয়ে নৃশংস ঘটনাগুলো যদি বেরিয়ে আসে, তাহলে অন্যসব এমনিতেই বেরিয়ে আসবে।

তাই? বেরিয়ে আসবে? সব? সব?

সব, সাধ্যের ভেতরে সব। আমরা তন্ন তন্ন করে দেখব যতদূর পর্যন্ত আমাদের—

সীমাবদ্ধতা?

বিচার করবার সীমাবদ্ধতার দিকেই রাহেলার ইঙ্গিত। একটু থমকে গিয়ে সামাদ দুর্বলস্বরে বলে, হ্যাঁ, ইয়ে, তবে ঐ সীমাবদ্ধতার ভেতরেই আমরা অনেক কিছু করতে পারব। আমরা জবানবন্দি নেব, প্রমাণপত্র দেখব, আমাদের তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করব। অফিসিয়াল রিপোর্ট বের করব। তুমি জেনে রেখো, তখন কী কী ঘটেছিল সব নির্মমভাবে নিরপেক্ষভাবে উদ্‌ঘাটন করা হবে, কাউকে রেহাই দেয়া হবে না, কারো সাধ্য থাকবে না কিছু অস্বীকার করে। আমরা চাই এই তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে দেশে এমন একটা সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে উঠুক, যেন কোনোদিন আর সেই ভয়াবহ দিনগুলো ফিরে না আসে।

রাহেলা ছোট্ট করে বলে, কিন্তু। স্বরটা তীক্ষ্ম পেরেকের মতো শোনায়।

কী কিন্তু?

রাহেলা তখন ধীর ঠান্ডা গলায় জানতে চায়, তোমাদের তদন্তে যারা অপরাধী বলে জানা হবে, তাদের কী করবে?

সেটা বিচার বিভাগের দায়িত্ব, আমাদের নয়। আমরা আমাদের তদন্তের সব কাগজপত্র পাঠাব আদালতে। তারপর ব্যবস্থা যা নেবার, নেবে বিচার বিভাগ।

বিচার বিভাগ? সেই বিভাগ তো? স্বৈরশাসনের দীর্ঘ তিরিশ বছরে যাদের একটি নজির নেই, একটিও সুবিচার করেছে, একটিও হেবিয়াস কর্পাস শুনানির জন্যে গ্রহণ করেছে। সেই তোমার বিচারবিভাগ, যাদের বক্তব্য— না, কাউকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় নি, কেউ লাপাত্তা হয়ে যায় নি, কোনো রাহেলা যদি নালিশ করেছে তো তাকে বলা হয়েছে— ম্যাডাম, আপনার সামাদটি আপনারই হাত থেকে বাঁচবার জন্যে কেটে পড়েছে, ঠাট্টা করে বলেছে, যান, দেখুনগে, অন্য বৌ নিয়ে দিব্যি কোথাও ঘর করছে। বলে নি এসব? বলো। জবাব দাও। বিচার? বিচার করবার জন্যে বিচার বিভাগ? তাই? তাই? তাই?

বলতে বলতে রাহেলা হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে তার হাসি হিস্টিরিয়ার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোয়।

আরে! কী হলো! রাহেলা!

বলতে বলতে সামাদ রাহেলাকে হাত ধরে বুকে টেনে নেয়। বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। তখন রাহেলা ধীরে শান্ত হয়ে আসে।

রাহেলা শান্ত হলে সামাদ খেদ করে বলে, ডার্লিং, ডার্লিং। আই অ্যাম সো সরি। অন্যায়টা আমার। এসব কথা এখন বলতে চাই নি। আমার জোর খিদে পেয়েছে, তার ওপর রাস্তায় গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে গেল। ধরো, তুমি, গাড়িটা নিয়ে তুমি বেরিয়েছ, রাস্তায় আটকে গেছ, অন্য সব গাড়ি সাঁ সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে, কেউ তোমাকে দেখে থামছে না, ধরো তুমি একা, ওভাবে—

অবসন্ন স্বরে রাহেলা বলে, কেউ একজন থামত। হয়তো ঐ লোকটাই থামত। তোমার ঐ ডাক্তার।

হয়তো। হয়তো সে-ই তোমার উদ্ধারে এগিয়ে আসত।

হয়তো।

আমরা দুজনে একই রকম চিন্তা করি, তাই না?

লোকটা তোমার খুব উপকার করেছে, না? নইলে সারারাত পথে বসে থাকতে হতো।

উৎসাহ নিয়ে সামাদ বলে, উপকার মানে? দারুণ উপকার। উনি যদি না

দেশীয় পোশাকে
নতুন মাত্রা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

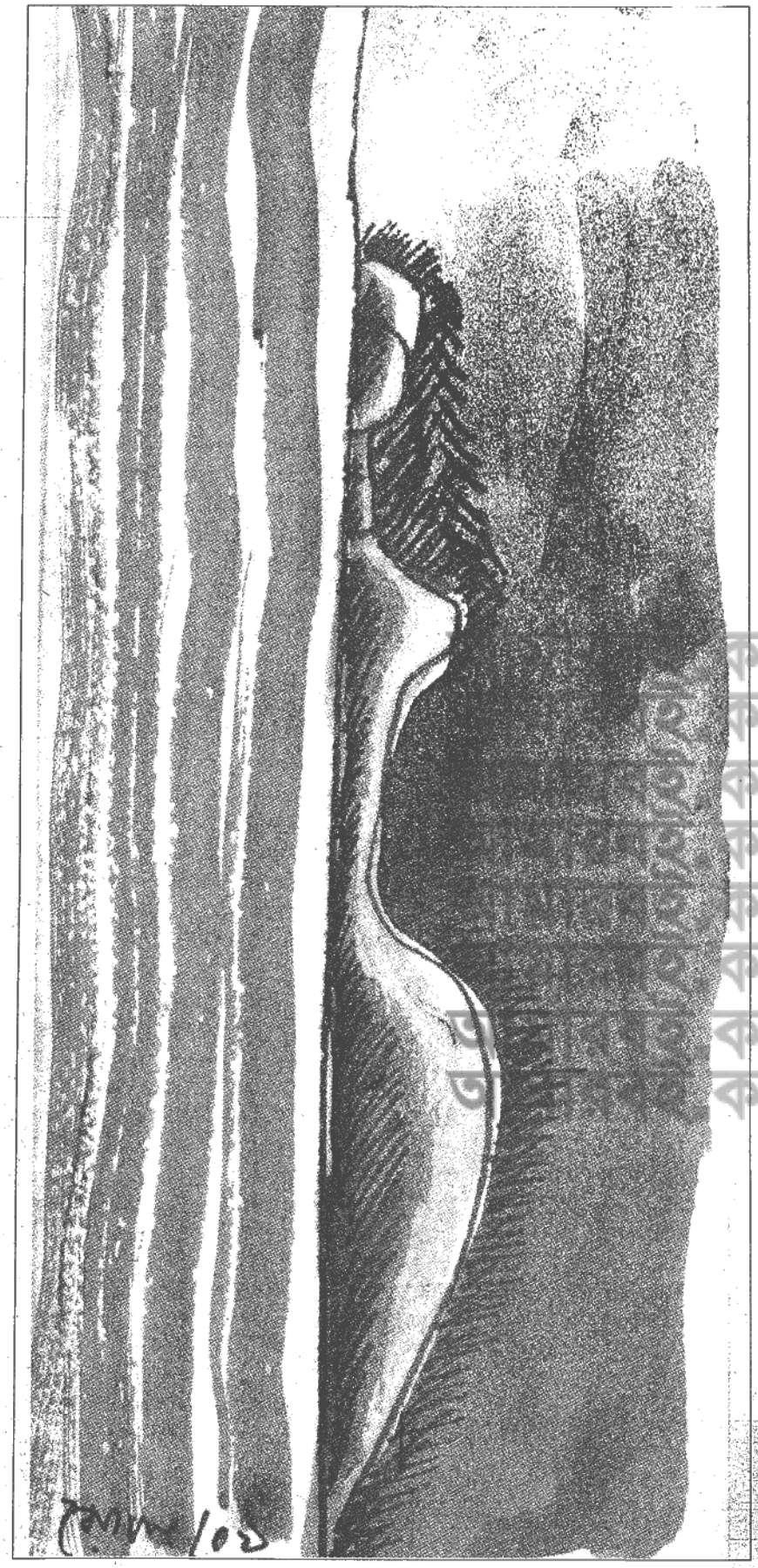

থামতেন, মনে কর সারারাত সমুদ্রের পাড়ে, নির্জন রাস্তায়। আমি ওঁকে খেতে ডেকেছি রোববারে। ঠিক আছে ?

হ্যাঁ, ঠিক তো আছেই। আমি জানো, আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। গাড়ির শব্দ শুনলাম। উঁকি দিয়ে দেখলাম তোমার গাড়ি নয়।

ভয়ের কী ছিল ?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে রাহেলা বলে, প্রেসিডেন্টকে তুমি হ্যাঁ বলে দিয়েছ। তাই না ? স্বীকার কর। নাকি তদন্ত কমিশনে কাজ শুরু করবে শুরুতেই একটা মিছে কথা বলে ?

ডার্লিং, আমি তোমার মনে কষ্ট দিতে চাই নি।

প্রেসিডেন্টকে তুমি বলেই দিয়েছ তুমি রাজি, তাই না ? আমাকে জিগ্যেস করবার আগেই ? না ? ঠিক করে বলো। সত্যি কথাটা বলো।

একটু চুপ করে থেকে সামাদ গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করে, হ্যাঁ, আমি বলেছি, আমি রাজি। হ্যাঁ। তোমাকে জিগ্যেস না করেই।

ওরা ডিনার শেষে এখন শোবার ঘরে। জানালা দিয়ে আসছে চাঁদের আলো। বহুদিন পরে রাহেলাকে দেখে সামাদের মনে হচ্ছে— হ্যাঁ, একদিন সুন্দরী ছিল মেয়েটি। সে আদর করে হাত বাড়াতে যায়, ঠিক তখনি বাইরে গাড়ি থামবার শব্দ হয়।

তারপর গাড়ির এনজিন থেমে যায়।

রাহেলা পিস্তলটা আবার হাতে নেবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু তাকে বাধা দেয় সামাদ। নিঃশব্দে ওরা পড়ে থাকে বিছানায়।

দরোজায় করাঘাত করবার শব্দ ওঠে। প্রথমে মৃদু, অচিরে প্রবল।

সামাদ দরোজার দিকে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই রাহেলা তার হাত টেনে ধরে।

না, যেও না।

কেন ? কী হয়েছে ? ভয় পাচ্ছ কেন ?

উত্তেজিত কণ্ঠে রাহেলা বলে, ওরা আমাকে ধরবে, আমাকে ধরতে আসছে।

সামাদ তার কপালে চুমো দিয়ে বলে, ডার্লিং, ডোন্ট বি সিলি।

দরোজায় আবার করাঘাত হয়।

সামাদ বাইরের দরোজার কাছে যায়।

দরোজা খুলেই সামাদ দেখতে পায়, সেই ডাক্তার! সেই যিনি তাকে পৌঁছে দিয়েছেন বাড়িতে।

সামাদ অবাক হয়ে বলে, আরে, ডক্টর, আপনি ? আমরা তো ভয়েই—

ডাক্তার শেক হ্যান্ড করবার জন্যে হাত

বাড়িয়ে বলে, আই অ্যাম রিয়ালি সো সরি। ঘুমিয়ে পড়েছেন ভাবি নি।

সামাদ তার হাত ধরে বলে, না, ঘুমোই নি, ঘুমোবার জন্যে রেডি হচ্ছিলাম। আসুন, আসুন।

ভেতরে আসতে আসতে ডাক্তার বলে, আপনি ভয়ের কথা বলছিলেন ?

আমরা তো এখনো ঠিক অভ্যস্ত নই কিনা।

অভ্যস্ত নন ?

মানে, নতুন পরিবেশে। জেনারেল ক্ষমতা নেবার পর আর কী! ভয় হয়, হবার কথাই তো, মাঝরাতে দরোজায় কে ডাকছে ? বন্ধু না অন্য কেউ ?

তারা লক্ষ করে না, নিঃশব্দে রাহেলা এসে কখন দাঁড়িয়েছে দরোজার আড়ালে।

ডাক্তার সামাদকে হাসতে হাসতে বলে, বন্ধু না শত্রু ? মানে, ঐ কুত্তার বাচ্চারা কেউ ?

সামাদ সন্ত্রস্ত হয়ে ভেতরের দিকে তাকায়। বলে, আমার রাহেলা আবার একটু নার্ভাস ধরনের— কিছু মনে করবেন না, ও হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা যদি একটু আস্তে কথা বলি।

সে তো নিশ্চয়ই।

সামাদ বলে, দাঁড়িয়ে কেন ? বসুন। প্লিজ।

ইতস্তত করে সোফায় বসে ডাক্তার বলে, ও-কে, এক মিনিট, এক মিনিটের বেশি বিরক্ত করব না। হয়তো ভাবছেন হঠাৎ এভাবে উদয় হবার কারণ ? ব্যাপারটা এই, আপনাকে ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে যেই গেছি, আপনার মনে আছে কিনা জানি না আমার রেডিওটা খোলা ছিল গাড়িতে, আপনার হয়তো মনে পড়বে যে—

কথা এগোবার আগে সামাদ বাধা দিয়ে বলে, কী খাবেন ? চা না কফি ? নাকি, একটা ড্রিংক দিই ? চমৎকার কনিয়াক আছে, ডিউটি ফ্রি শপ থেকে আনা।

ডাক্তার হাত তুলে বলে, নো, থ্যাংকস।

তারপর মন পালটে বলে, ওয়েল, দিন। এই এক ফোঁটা— একটুখানি।

সামাদ ড্রিংক ঢালতে থাকে।

ডাক্তার বলে চলে, হ্যাঁ, গাড়িতে আমার রেডিওটা খোলা ছিল, আর কী কাণ্ড, হঠাৎ, নিউজে আপনার নাম শুনলাম। প্রেসিডেন্ট তদন্ত কমিশনে কাকে কাকে নেবেন নামগুলো বলছিল, তার মধ্যে আপনার নাম, আমি বললাম, আরে, এ নাম শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। কার নাম, কোথায় শুনেছি, মাথার ভেতরে কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছে, এই করতে করতে বাড়ি, বাড়ির কাছে আসতেই— আরে তাই তো— চিনি— ইনিই তো তিনি। তখন আবার আমার মনে পড়ল আপনার স্পেয়ার চাকাটা আমার গাড়ির বুটে, কালই আপনার চাকাটা সারাই হওয়া চাই, আর তাছাড়া— সত্যি কথাটা হচ্ছে, আপনি সত্যিটাই জানতে চান তো ?

সামাদ তাকে ড্রিংকটা দেয়। বলে, বলুন।

ডাক্তার বলে, ভাবলাম, আপনি সত্যিকার অর্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে যাচ্ছেন, জাতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জাতির মর্যাদার পক্ষে, যাতে এই দেশটি পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারে, সম্প্রীতি ফিরে আসতে পারে, অতীতের ঘৃণা আর বিভক্তি মুছে যেতে পারে, আর আপনারই বসে যাওয়া চাকাটা কিনা আমার গাড়ির বুটে ? ভাবলাম, আপনাকে দুশ্চিন্তামুক্ত রাখা দরকার, এই তদন্ত কমিশনের কাজে আপনাকে এখন দেশের উত্তর-দক্ষিণ চষে ফেলতে হবে, হাজার হাজার মানুষের কথা শুনতে হবে— তাই ভাবলাম, আপনি এখানে দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন, কিছুই চেনেন না, গাড়ির একটা গ্যারেজ ঠিক করে দিই। ওরা কাল ভোরেই চাকাটাকা সব ঠিক করে দিয়ে যাবে। আপনার সময়ের এখন অনেক দাম, আপনার এই সময়ে যদি—

সামাদ মাথা নেড়ে বলে, আপনি তো আমাকে রীতিমতো সিংহাসনে বসিয়ে দিচ্ছেন।

ডাক্তার ততোধিক মাথা নেড়ে বলে, না। না। একেবারে মনের কথাটাই বলছি। এই কমিশন আমাদের ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের ওপর ইতি টানবে। আমি তো একা, এখানে। নিজেকে বললাম, ডক্টর, ছুটে চলো, সমুখে তোমার কাজ, আমাদের সকলেরই এখন কাজের সময়, গাড়ির কাজটা সামান্যই কাজ, কিন্তু এই একটুখানি এক ফোঁটা কাজ, এটা ফেলে রাখার জন্যই হয়তো—

তাড়া কী ছিল ? কালও করা যেত।

তা যেত। কিন্তু ভেবে দেখুন, ভোরে ঘুম থেকে উঠলেন। বাইরে গাড়ি নেই। আপনার গাড়ি তো সেই মহাসড়কের ওপর পড়ে আছে। কে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবে ? কোনো গ্যারেজও চেনেন না যে খবর দেবেন। তখন আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাকে। উঁহু, তা হয় না। ভাবলাম আমিই কেন আপনাকে কাল নিয়ে যাই না গ্যারেজে। আপনার যে ভুলো মন, স্পেয়ার চাকাটা বসে আছে, সারাতেও মনে নেই।

সামাদ নিজেও একটা ড্রিংক নেয়। সেই কনিয়াক। পান করতে করতে দু'জনের ভেতরে যেন বন্ধুত্বের আলো এসে পড়তে থাকে।

সামাদ বলে, গাড়ির ব্যাপারটা তাহলে শুনুন। রাহেলা, মানে আমার স্ত্রী, সেদিন গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন, চাকা বসে গিয়েছিল, স্পেয়ারটা লাগিয়েছেন, কিন্তু খারাপ চাকাটা সারাতে ভুলে গেছেন। মেয়েমানুষ আর কাকে বলে ?

ডাক্তার হেসে বলে, আর বলবেন না। দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ। মেয়েদের ওপর কেউ ভরসা করে ? দার্শনিক নিৎসে একবার মেয়েদের সম্পর্কে বলেছিলেন, পুরুষের সাধ্য নেই মেয়েদের পুরোপুরি পায়, যতই চেষ্টা করুন মেয়েরা থেকেই যাবে অধরা এবং দুর্জ্ঞেয়। নাকি, অন্য কেউ বলেছিলেন ? যাই হোক, নিৎসেও যদি রাস্তার ওপর মাঝরাতে গাড়ির চাকা নিয়ে বসে যেতেন তো মেয়েদের সম্পর্কে নির্ঘাত এই রকমই একটা মন্তব্য করতেন।

সামাদ লক্ষ করে ডাক্তারের গেলাশটা খালি হয়ে এসেছে।

আরেকটু দিই ?

দিন।

সামাদ নতুন করে কনিয়াক ঢালতে ঢালতে ডাক্তারকে বলে, যদি আপনি ঘুণাক্ষরেও জানতেন রাস্তার ওপর গাড়ি থামিয়ে কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছেন, তাহলে না থেমে সোজা সাঁ করে বেরিয়ে যেতেন, তাই না ?

কী যে বলেন। বরং ধন্য মনে করছি নিজেকে। বরং এই জন্যেই আমি এত রাতে এসেছি আসলে। আপনাকে অভিনন্দন জানাতে। আপনার মতো ব্যক্তিরই প্রয়োজন এখন এ দেশটির, সকল তর্ক বিতর্ক আর উত্তাপের উর্ধে সত্যকে যিনি প্রতিষ্ঠিত করবেন—

আসলে, এ দেশে এখন চাই সুবিচার। এই তদন্ত কমিশন করে আমরা যদি সত্যকে পুরোপুরি না হলেও অন্তত আংশিকভাবেও কিছুটা।

আমার মনের কথাটি আপনি বলেছেন। যারা অন্যায় করে, ক্ষমতা দখল করে, তারপর নিজেরাই আইন করে নিজেদের বিচারের পথ বন্ধ করেছিল, তাদের যদি কাঠগড়ায় তোলা যায়— অন্তত তাদের নামগুলো যদি প্রকাশ করা যায়—

গলা নামিয়ে সামাদ বলে, অপরাধীদের নামগুলো গোপন রাখা হবে। তদন্ত কমিশনের শর্তই হচ্ছে, অপরাধ যারা করেছে তাদের নাম প্রকাশ করা যাবে না।

ডাক্তারও গলা নামিয়ে তার মন্তব্য প্রকাশ করে, কিন্তু এ দেশে কোনো কিছুই গোপন থাকে না। আজ হোক কাল হোক বেরিয়ে পড়েই। নাম গোপন থাকবে না। ওরা অস্বীকার করলেও মানুষ ঠিকই জেনে যাবে কারা ছিল অপরাধী। যদি এ দেশের

দেশীয় পোশাকে
নতুন মাত্রা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ বাঙালির মেলা

মানুষ সত্যি সত্যি আজ জেগে ওঠে তো ওদের ঐ বিচার না করার আইনটা আমরা হয়তো বাতিল করতে পারব।

সেটা সম্ভব নয়, আপনিও জানেন।

ডাক্তার খুব জোর দিয়ে বলে, আমি চাই ওদের সবার বিচার হোক, বিচারে ফাঁসি হোক।

ফাঁসি কোনো সমাধান নয়, ডক্টর। আমার ধারণা মৃত্যুদণ্ডে সমস্যার কোনো সমাধান হবে না।

ডাক্তার আবারও বিপরীত মন্তব্য করে, না, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। কিছু লোক আছে, তাদের বেঁচে থাকবার অধিকার নেই। তবে, সে পরের কথা। এই কমিশন যে করছেন, আপনাদের কিন্তু বেশ সমস্যা হবে।

সে আর বলতে ? কমিশনের প্রবল বিরোধিতা করবে সেনাবাহিনী। জানেন, প্রেসিডেন্টকে তারা বলেছে, কমিশন বিপদ ডেকে আনবে। হ্যাঁ, বিপদ। কারণ, আমরা নাকি পুরনো ঘা খুঁচিয়ে তুলতে চাইছি। থ্যাংক গড, প্রেসিডেন্ট ভয় পান নি। তবে আমরা ভালো করেই জানি, সেনাবাহিনী তৈরি হয়ে আছে, আমরা সামান্য একটু ভুল করলেই বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আসলে, এটাই হচ্ছে আমার ভয়। যখন বললেন, নামগুলো প্রকাশ করা হবে না— আমি তখন এই ভয়ই করছিলাম। বোধ হয় আপনি ঠিকই বলেছেন, আমরা হয়তো কোনোদিনই জানতে পারব না দেশের ঐ পরিস্থিতির জন্যে আসলে দায়ী ছিল কারা, কারা ছিল অপরাধী। এরা একটা জোট পাকিয়েছে যাকে বলা যায়।

মাফিয়া ?

মাফিয়া। হ্যাঁ। গোপন একটা চক্র। কেউ কাউকে ধরিয়ে দেবে না, সবাই সবারটা লুকিয়ে রাখবে। সেনাবাহিনী দেবে না তাদের কোনো সদস্যকে জবানবন্দি দিতে, আর আপনারা যদি সমন পাঠানই, হাজির হবে না। অস্ত্র তাদের হাতে।

প্রেসিডেন্ট আমাকে কিন্তু বলেছেন— কথাটা একেবারেই আপনার আমার মধ্যে রাখবেন—

ডাক্তার হাত তুলে বলে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কাউকে বলব না।

সামাদ তখন বলে, প্রেসিডেন্ট বলেছেন, কিছু লোক জবানবন্দি দিতে রাজি, তবে শর্ত একটা— কোনোমতেই তাদের পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না। তবে লোকের মুখ একবার খুলতে শুরু হলে, একবার জবানবন্দি নেয়া শুরু হলে, বন্যার মতো নামের ঢল নামতে শুরু হবে। বলছিলেন না ? এ দেশে কিছুই গোপন থাকে না।

নিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার তার হতাশা জানায়, হায়, আপনার মতো আশাবাদী যদি হতে পারতাম। আমি মনে করি, অনেক কিছুই আমাদের অজানা থেকে যাবে।

আমি কিন্তু অতটা হতাশ নই। আমাদের হাতপা বাঁধা, তবে আষ্টেপৃষ্টে নয়, এই যা। খুব কমও যদি ধরি, এই কমিশনের ফলে আমরা একটা নৈতিক বিজয় লাভ করতে পারব। আমরা যেহেতু সুবিচারের জন্যে আদালতের ওপর ভরসা করতে পারছি না— নৈতিক বিজয়টাই বা কম কিসে ?

দেখুন যদি হয়।

হঠাৎ হাতঘড়িটা দেখে চমকে ওঠে ডাক্তার। শিস দিয়ে বলে, গুড লর্ড, দুটো বাজে। শুনুন, আমি কাল সকালে এসে আপনাকে নিয়ে গ্যারেজে যাব। কটায় এলে সুবিধে হয় ? ন'টা ?

ড্রিংকসের একটা প্রভাব তো আছেই। মনটা কেমন পাখা মেলে দেয়। সামাদ বলে, ডক্টর, আপনি তো একাই আছেন বললেন। বরং রাত মাত্র আর কয়েক ঘণ্টা, তারপরেই ভোর। এটুকু সময় আমাদের এখানেই থেকে যান না! অবশ্য অন্য কেউ যদি বসে থাকে আপনার জন্যে!

ডাক্তার হেসে বলে, আপাতত একা। আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে সিলেটে বেড়াতে গেছেন। তবে আমার রোগী, রোগীরা আছে।

সামাদও হাসতে হাসতে বলে, রোগীরা তো আর আপনার বাড়িতে থাকে না। আর মাঝরাতেও তারা আসবে না। থেকেই যান।

ডাক্তার বলে, আসলে, আমি আবার নিজের বাড়িতে থাকতে ভালোবাসি। বৌ ছেলেমেয়ে নেই, একা একমনে গান শুনি। আমি বরং কালই আসব, ন'টার মধ্যেই।

সামাদ তখন জোর দিয়ে বলে, না, আর কোনো কথা শুনছি না। আপনি থাকছেন। কতদূর যেতে হবে ভেবে দেখুন। আধঘণ্টার পথ।

সমুদ্রের পাড় দিয়ে সোজা গেলে মিনিট চল্লিশেক।

কোনো কথা নয়। গেস্ট রুম তৈরিই আছে। আমার রাহেলা খুব খুশি হবেন। দেখবেন সকালে কী চমৎকার ব্রেকফাস্ট করে দেয়। ডিম, পরোটা, গ্রিল্ড লিভার।

বলছেন ?

বলছি মানে ? ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। সকালে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করব। তারপর আমরা গিয়ে গাড়িটা আনব।

বেশ। আসলেও আমি যথেষ্ট টায়ার্ড।

এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল রাহেলা। তার মনের মধ্যে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর চিরে চিরে যাচ্ছিল। এবার এখানেই রাতে তার থেকে যাবার কথা শুনে সে দ্রুত শোবার ঘরে চলে যায়।

ডাক্তারকে সামাদ বলে, গেস্টরুমে সবই পাবেন। শুধু টুথব্রাশটাই আপনাকে দিতে পারছি না।

ডাক্তার ঠাট্টা করে বলে, পাগল নাকি! নিজের টুথব্রাশ কাউকে দেয়া যায় ? নিজের টুথব্রাশ আর নিজের বৌ, কাউকে দেয়া যায় না।

মজা পেয়ে সামাদ বলে, ঠিক, ঠিক বলেছেন।

ডাক্তার গেস্টরুমে ঘুমিয়ে পড়েছে। বেডরুমে সামাদ ঘুমিয়ে। কেবল জেগে আছে রাহেলা। নিঃশব্দে সে অপেক্ষা করছে। তার আর সন্দেহ নেই যে এই সেই লোক। সেই ব্যক্তি। সেই মানুষ। সেই কণ্ঠস্বর, চেরা চেরা, একটু মেয়েলি, পাখির মতো তীক্ষ্ণ আওয়াজ।

সমুদ্রের গর্জন জোরালো হয়ে মিলিয়ে যায়। রাহেলা স্বামীকে গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে নিশ্চিত দেখে, বিছানা ছেড়ে ওঠে। শাড়িটা পরে নেয়। তারপর পিস্তলটা হাতে নেয়।

তারপর একটা ওড়না হাতে নেয় পেঁচিয়ে।

তারপর সে শোবার ঘর ছেড়ে গেস্টরুমের দরোজার কাছে যায়।

তারপর সে চাবি দিয়ে দরোজাটা খোলে নিঃশব্দে।

তারপর একটা ধস্তাধস্তির শব্দ ওঠে গেস্টরুমে।

আর কিছু নয়। ঘুমন্ত ডাক্তারের মুখে ওড়নাটা গুঁজে দেয় রাহেলা। ডাক্তার লাফিয়ে উঠতেই তার মাথায় সে টেবিল ল্যাম্পটা তুলে আছাড় মারে। অচেতন হয়ে যায় ডাক্তার। রাহেলা তখন তার হাত পা বেঁধে ফেলে।

তারপর সে শোবার ঘরে গিয়ে সামাদকে দেখে আসে সে জেগে গেছে কিনা। না, জাগে নি। সামাদের ঘুম সবসময়ই গভীর।

তখন রাহেলা আবার আসে গেস্টরুমে।

এবার ডাক্তারকে সে টানতে টানতে ড্রয়িং রুমে এনে চেয়ারে বসিয়ে দেয়।

তারপর চেয়ারের হাতা ও পায়ার সাথে ডাক্তারকে সে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে।

ডাক্তারের পকেট থেকে তার গাড়ির চাবিটা খুঁজেপেতে বের করে আনে রাহেলা।

তারপর ডাক্তারকে ফেলে রেখে সে বেরিয়ে যায়।

বাংলার রূপ
বাঙালির মেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

আমারবই.কম

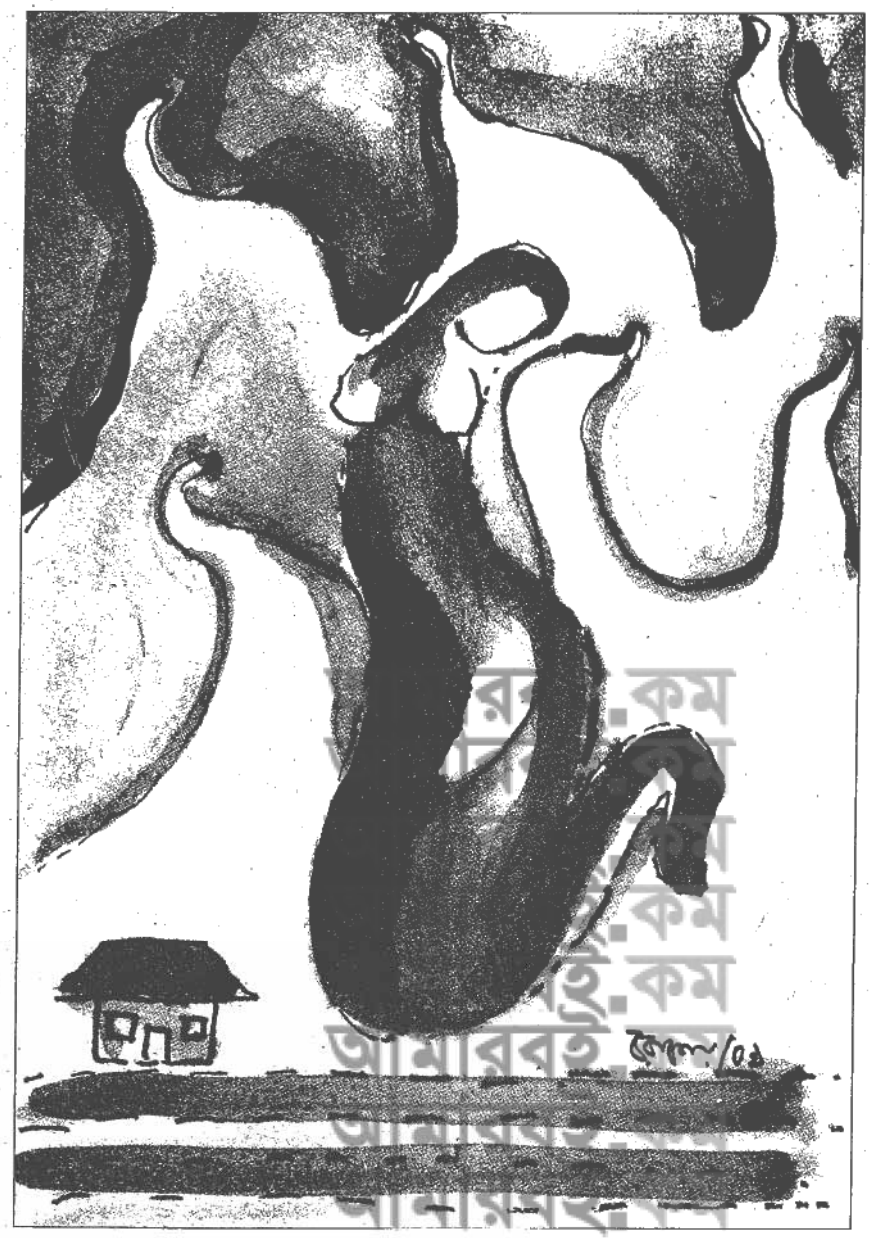

ডাক্তারের গাড়ি নিয়ে রাহেলা সড়ক দিয়ে ছুটে যায়।

তারপর ভোরের প্রথম আলো ফোটে। চেয়ারে দড়িবাঁধা ডাক্তার চোখ খোলে। উঠতে গিয়েই সে বুঝতে পারে বাঁধা পড়ে আছে। সে কাৎ হয়ে গড়িয়ে নিজেকে মুক্ত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ভোরভাঙার আবছা আলোয় হঠাৎ তার চোখে পড়ে উদ্যত পিস্তল হাতে দূরে বসে আছে রাহেলা।

ভয়ার্ত চোখ মেলে ডাক্তার তার দিকে তাকায়।

রাহেলা তখন শান্ত স্বাভবিকস্বরে বলে, গুড মর্নিং, ডক্টর। আপনিই তো সেই ডক্টর, তাই না?

মানে? মুখের ওড়নার ভেতর দিয়ে ডাক্তারের বিজড়িত স্বর।

তখন রাহেলা বলে, ওহো, আপনার মুখ তো গুঁজি মারা। কথা বলবেন কী করে? থাকুক। কথা বলার সুযোগ আপনি পাবেন।

এই বলে রাহেলা ডাক্তারের মুখে ওড়নাটা আরো ভালো করে গুঁজে দেয়।

রাহেলা তারপর স্মৃতিকাতর স্বরে বলে চলে, জানেন ডাক্তার, ইউনিভার্সিটিতে আমার এক বন্ধু ছিল, আপনারই নামে নাম। আমার সেই বন্ধুটি ছিল দারুণ, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, আমরা তাকে ডাকতাম লিটল এনসাইক্লোপিডিয়া। কোথায় হারিয়ে গেছে। হয়তো মেডিক্যালে পড়াশোনা শেষ করেছে, ডাক্তার হয়েছে, আপনার মতো। আমি পাশ করি নি। আমার লেখাপড়া হয় নি। আচ্ছা, দেখি, অনুমান করতে পারেন কিনা, কেন আমি ডাক্তারি পাশ করতে পারি নি।

ডাক্তার ভীত চোখে তাকিয়ে থাকে।

রাহেলা বলে, আমি জানি আপনি চোখ বুঁজে বলে দিতে পারবেন কারণটা কী। ভাবছি, আবার ভর্তি হলে কেমন হয়? ধরুন, আবার গিয়ে ভর্তি হলাম। সেদিন কাগজে পড়ছিলাম, মিলিটারি আর ডাইরেক্টলি ক্ষমতায় নেই, যাদের বহিষ্কার করা হয়েছিল, ইউনিভার্সিটি আবার তাদের ভর্তি হবার সুযোগ দিচ্ছে।

ডাক্তার গোঙানির শব্দ তুলে কিছু একটা বলতে চায়। তাকে হাত তুলে বাধা দেয় সে।

রাহেলা হেসে বলে, ওহো, আপনার খিদে পেয়েছে বুঝি! এখন তো ব্রেকফাস্টের সময়। দেখুন কাণ্ড, আমার বানাবার কথা ব্রেকফাস্ট, আর আমি কিনা কথা বলেই চলেছি। আশা করি, এই যে একতরফা একাই আমি কথা বলে যাচ্ছি, আপনি কিছু মনে করছেন না। আপনিও আপনার কথা বলবার সুযোগ পাবেন। ডক্টর, আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। আমি এই জিনিশটা— এই ওড়না— এখন তো একে মুখঠুসি বলা চলে, তাই না? এটা পুরো খুলে নিতে চাচ্ছি না, অন্তত যতক্ষণ না আমার স্বামী ঘুম থেকে ওঠেন। ওঁর উঠবার কিন্তু সময় হয়ে গেছে। আর হ্যাঁ, আমাদের ফোনটা তো নষ্ট। বাইরে বেরিয়ে একটা হোটেলের ফোন থেকে গ্যারেজে আমি ফোন করে দিয়েছি। ওরা এসে যাবে এক্ষুনি।

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে ডাক্তার।

রাহেলা বলে, তাকিয়ে আছেন যে! সত্যি কথা বলি। আপনাকে সামান্য একটু বোরড দেখাচ্ছে।

কথাটা বলে রাহেলা টেবিলের কাছে যায়। টেবিলের ওপর থেকে একটা ক্যাসেট হাতে নিয়ে বলে, চিনতে পারছেন? আমি এটা আপনার গাড়ি থেকে নিয়েছি— সরি, জিগ্যেস না করে। বাজাই? বাজাব?

ডাক্তার ভীত চোখে রাহেলাকে দেখে চলে।

রাহেলা বলে, ভয় পাচ্ছেন কেন? চেনেন না আপনার ক্যাসেট? গানের ক্যাসেট! গানকে এত ভয়? বাজাই।

বলতে বলতে রাহেলা ক্যাসেটটা প্লেয়ারে চাপিয়ে অন করে দেয়।

ঘরের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর সেই বিখ্যাত গান-- বাজুবন্ধ খুলু খুলু যায়।

রাহেলা বলে, জানেন কতদিন পরে

দেশীয় পোশাকে
নতুন মাত্রা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

শুনছি এই গান ? রেডিওতে যখন দিত, মাঝেমাঝেই দেয়, রেডিও বন্ধ করে দিতাম। আমি আজকাল বাইরে যাওয়া বলতে গেলে ছেড়েই দিয়েছি। আমার সামাদের অবশ্য নানা রকম পার্টি আছে, তাকে যেতে হয়। আমিও যাই সঙ্গে। মনে মনে প্রার্থনা করি, পার্টিতে যেন ফৈয়াজ খাঁ কেউ না বাজায়। একদিন আমরা এক পার্টিতে গিয়েছিলাম। অতিথিরা সব ইম্পোর্টেন্ট মানুষ, যাঁর নেমন্তন্ন সেই মহিলা চাপিয়ে দিলেন ফৈয়াজ খাঁ, বাজুবন্ধ খুলু খুলু যায়, আমি ভেবেই পাই না, বন্ধ করে দেব না চলে যাব, শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করল আমার শরীর, আমি সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়লাম, তখন আমার সামাদ বেচারা আর কী করেন, আমাকে বাড়ি নিয়ে এলেন, ফৈয়াজ খাঁ শুনছে ওরা, ওদের ফেলে এলাম, কেউ জানল না কেন আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম, আমার এখন প্রার্থনা যেখানেই যাই না কেন কেউ যেন ফৈয়াজ খাঁ না বাজায়। অবাক লাগছে না ? একদিন ঐ বাজুবন্ধ খুলু খুলু যায় ছিল আমার প্রিয়, এখনো আমার প্রিয়। জীবনের কী অসাধারণ, কী বিষাদময় অনুভব ওঁর গলায়। আমি সবসময় ভেবেছি, বিশ্বাস করেছি, সময় আসবে ওঁকে যখন সবাই আবার শুনবে যেন তিনি বেঁচে, কবর থেকে ফিরে আসবার মতো আর কী। আজ এখানে আপনার সঙ্গে এই গান শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে আমি ভুল ভাবি নি, আমার বিশ্বাস ভুল ছিল না, কবর থেকে উনি ঠিকই উঠে এসেছেন, ডক্টর। কত কিছু এখন বদলে যাবে দেখবেন। বলুন তো, কী পাগলামো। যে আমি ফৈয়াজ খাঁর গান এত ভালোবাসতাম, সেই আমি কিনা একদিন ফৈয়াজের সব রেকর্ড যা আমার আছে সব ফেলে দেব ভেবেছিলাম।

রাহেলার হঠাৎ মনে হয়, অথবা সে সঙ্গত কারণেও স্বামীকে এই পরিস্থিতির অংশী করতে চায়। সে গলা তুলে ডাকে, ওগো, তুমি কি উঠেছ ? ফৈয়াজ খাঁর গান! কী অপূর্ব, শুনছ ?

রাহেলা কান খাড়া করে থাকে। সামাদের সাড়া আসে না।

ডাক্তার তার বাঁধন খোলার চেষ্টা করে। পারে না। হতাশ হয়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সে ছেড়ে দেয়। তার একটু একটু করে মনে পড়ছে সবই।

রাহেলা বলে চলে, এই গানটা আবার শুনে আমার ভেতরটা থেকে একটা ভার নেমে যাচ্ছে, ডক্টর। কতকাল এ গান আমি শুনি নি, শুনতে পারতাম না। আমার ভেতরটা ছিটকে ছিটকে পড়ত। এখন আবার আমি আমার প্রিয় গায়কের গান শুনতে পারব, আগের মতো আবার জলসায় যেতে পারব। জানেন, ফৈয়াজ খাঁ ইম্পোর্টেন্ট হয়ে গিয়েছিলেন ? জানেন তো বটেই। আরে, আপনিই তো সেই লোক 'বাজুবন্ধ খুলু খুলু যায়' চালিয়ে দিয়ে আমার কানের কাছে বারবার এই কথাটাই বলেছিলেন। এটা সেই একই ক্যাসেট, ডক্টর ? নাকি, প্রতি বছর একই ক্যাসেট আবার নতুন একটা কেনেন যেন পরিষ্কার চমৎকার শোনা যায় ?

ঠিক এই সময়ে ঘুমজড়ানো চোখে সামাদ আসে। এসেই সে হতভম্ব হয়ে যায় দৃশ্য দেখে। ডাক্তার চেয়ারে বাঁধা, মুখে ওড়না গোঁজা, রাহেলার হাতে পিস্তল! সামাদ ছুটে ডাক্তারের কাছে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই চিৎকার করে ওঠে রাহেলা।

খবরদার, ওর কাছে যাবে না।

স্ত্রীকে সে ভালো করেই জানে। যা ধরে তা করে ছাড়ে। সে শুধু অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করতে পারে, রাহেলা, এটা কী হচ্ছে ?

রাহেলা পিস্তল তুলে সামাদকে ভয় দেখিয়ে বলে, ডোন্ট টাচ হিম।

সামাদ এতক্ষণে একটু হুঁশ ফিরে পায়। বলে, কী হচ্ছেটা কী ? তোমার মাথাটা কি আবার গন্ডগোল করতে শুরু করেছে, সোনা ?

রাহেলা খরখরে গলায় বলে ওঠে, ডোন্ট কল মি সোনা! সোনা বলবে না।

আরে কী করছ কী তুমি ?

রাহেলা তখন স্বামীর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলে, ইনিই তিনি!

সামাদ স্তম্ভিত হয়ে যায় রাহেলার কথা শুনে। এক বর্ণ বুঝতে পারে না রাহেলার কথা। বলে, ইনিই তিনি মানে ?

এই সেই।

সেই মানে ?

সেই লোক।

কোন লোক ?

সেই ডাক্তার।

কোন ডাক্তার ?

যে ডাক্তার ফৈয়াজ খাঁ বাজিয়েছিল।

যে ডাক্তার ফৈয়াজ খাঁ বাজিয়েছিল ?

সামাদের মনে পড়ে যায় সব। কত বছর আগের কথা। সেই মুক্তিযুদ্ধের সময়। রাহেলাকে উদ্ধার করবার পর তারই কাছে সে শুনেছিল সেই ইতিহাস।

অবিশ্বাস্য যোগাযোগ বলে মনে হয় তার। নিশ্চিত হবার জন্যে সে প্রশ্ন করে, সেই ডাক্তার ?

হ্যাঁ, সেই ডাক্তার।

কী করে বুঝলে ?

গলার স্বর শুনে।

আরো নিশ্চিত হবার জন্যে সামাদ মনে করিয়ে দেয়, রাহেলা, তুমি কিন্তু বলেছিলে— দিনের পর দিন তুমি আমাকে বলেছ—

—যে, আমার চোখ বাঁধা ছিল। হ্যাঁ, ছিল। কিন্তু কান খোলা ছিল। শুনতে পাচ্ছিলাম।

তোমার মাথা ঠিক আছে তো ?

খুব ঠিক আছে।

না, নেই।

বেশ, নেই। পাগলেও কিন্তু গলার স্বর চেনে। তাই না, ডক্টর ?

গলার স্বর এক মনে হলেও, একই লোক নাও হতে পারে।

না, একই গলার স্বর, আর একই লোক। আমি চিনতে পেরেছি, কাল রাতেই, সঙ্গে সঙ্গে, যে মুহূর্তে সে ঘরে এল। যেভাবে হাসলো। কথার মধ্যে কিছু শব্দ ব্যবহার করল। এই একটুখানি, এক ফোঁটা।

এটা একটা প্রমাণ হলো ? সামান্য একটা প্রমাণের ওপর—

প্রমাণটা তোমার কাছে সামান্য মনে হতে পারে, হয়তো এক ফোঁটা একটুখানি, আমার কাছে যথেষ্ট। —সেই সময়ের পর এমন একটি দিন যায় নি, এমন একটি মুহূর্ত যায় নি, আমি গলার স্বরটা শুনতে পাই নি, গলার সেই স্বর, আমার পাশে, ঠিক আমার এই কানের পাশে অবিকল সেই থুথু জড়ানো গলার স্বর— ঐ স্বর আমি ভুলতে পারি ? তোমার তাই মনে হয় ?

তারপর এক কাণ্ড করে রাহেলা। ডাক্তারের স্বর নকল করে সে একাত্তরের বন্দিজীবন থেকে কথা বলতে থাকে ডাক্তারেরই স্বরে।

মনে পড়ে ? সামাদ, তোমাকে বলেছিলাম— 'আরেকটু, আরেকটু ঢোকাও। দিস বিচ ক্যান টেক এ বিট মোর।' আরেকজন তখন, 'ইউ সিওর, ডক্টর ? শালী যদি মরে যায় এখানে ?' আর ডাক্তার তখন, 'মরবে ? টনটনে জ্ঞান আছে। গিভ ইট টু হার। ভেতরে। বেশ করে।'

চেয়ারে বাঁধা ডাক্তারের দিকে স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সামাদ। তারপর সে রাহেলার কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বলে, দেখি, পিস্তলটা আমাকে দাও।

না।

পিস্তল হাতে কথা বলা যায় না।

খুব যায়। পিস্তল সরালেই বরং তুমি গায়ের জোর খাটাবে, আমাকে থামাতে চাইবে।

শিশুকে বোঝাবার স্বরে সামাদ তখন বলে, তুমি বোঝো ? একটা সিরিয়াস কিছু হয়ে যেতে পারে।

রাহেলা বিদ্রুপ করে বলে, সিরিয়াস ?

বাংলার রূপ
বাঙালির মেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

আমারবই.কম

মানে, খেল খতম ?

বিচিত্র কী। হাতে পিস্তল— অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। ডক্টর, আমার স্ত্রীর ব্যবহারের জন্যে আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি।

সঙ্গে সঙ্গে আগুনঝরা গলায় রাহেলা বলে, খবরদার, এই হারামজাদার কাছে ক্ষমা চাইবে না।

সামাদও দৃঢ় গলায় বলে, ওকে খুলে দাও বলছি।

না।

তাহলে আমিই খুলে দিচ্ছি।

সামাদ এগোয় ডাক্তারের দিকে। হঠাৎ রাহেলার পিস্তল থেকে গুলির শব্দ হয়। পরিষ্কার বোঝা যায় সে পিস্তল ছুড়তে জানে না; কারণ, পুরুষ দুটির মতোই সে নিজেও গুলির শব্দে চমকে ওঠে। সামাদ এক পা পিছিয়ে যায়। ডাক্তারকে মরিয়া দেখায়।

রাহেলা আর্ত অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে, ও মাই গড!

সামাদ তর্খন ধমক দিয়ে ওঠে, কী করছ ? —আমার হাতে দাও। —না, ওকে তুমি গুলি করতে পার না।

রাহেলা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, কী করতে পারি আর না পারি, আর কতদিন তুমি আমাকে বলবে ?—'এটা করবে না, ডার্লিং, ওটা করবে। ওটা করবে না, ডার্লিং, এটা করবে।' তোমার কোনো কথা আর আমি শুনব না।

শুনতে হবে। এই লোকটির দোষের মধ্যে এইটুকুই তো এখন পর্যন্ত আমরা জানি— এই লোকটির বিরুদ্ধে কেবল এইটুকুই তো তুমি আদালতে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে, যে—

রাহেলা ঠাট্টার সুরে হেসে উঠে বাক্যটা সম্পূর্ণ করে দেয়, বলতে চাইছ আদালতে, বিচারের আদালতে, হ্যাঁ, যতই খারাপ হোক, অন্যায় হোক, কাপুরুষের মতো হোক— এই লোকটির বিরুদ্ধে একমাত্র যে অভিযোগটি তুমি আনতে পার, তা হচ্ছে বিপদে পড়া একটি লোককে হেলপ করবার জন্যে সে গাড়ি থামিয়েছিল, এবং আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল এবং অফার করেছিল—

রাহেলার তখন মনে পড়ে যায়। সে বলে, ওহো, ভুলেই গিয়েছিলাম। এক্ষুনি গ্যারেজের লোক এসে পড়বে।

সামাদ থতমত খেয়ে বলে, এর মধ্যে গ্যারেজের লোক ?

আজ ভোর রাতে যখন তোমার এই উপকারী বন্ধুটির গাড়ি লুকিয়ে রাখতে যাই— হ্যাঁ, আমি তার গাড়ি ঝাউবনে ফেলে এসেছি। যাতে পালাতে না পারে। হোটেল থেকে গ্যারেজে ফোন করে দিই। এক্ষুনি মেকানিক এসে পড়বে। তুমি জামাকাপড় পরে নাও।

সামাদ বলে, রাহেলা, একে তুমি ছেড়ে দাও। অনর্থক মাথা গরম কোরো না।

মাথা তুমি গরম কোরো না। তোমাকে তো ওরা কিছু করে নি।

অবশ্যই করেছে। একাত্তরে আমিও অনেক সাফার করেছি।

ছাই করেছে।

আচ্ছা করে নি করে নি। আমি না হয় দিব্যি ছিলাম একাত্তরে। তাই বলে ঐ সব নিয়ে তোমার আমার মধ্যে কম্পিটিশন করতে হবে ? ড্যাম ইট। —বেশ, এই যদি সেই ডাক্তার যে তোমার ওপর পাষণ্ডের মতো ব্যবহার করেছিল— না, না, এ লোক সে নয়— ধরা যাক, ইনিই তিনি— ইনও যদি, আইনে বা কোনোকিছুতেই এমন কোনো কথা নেই যে তুমি যা করেছ এবং করছ তা করতে পার। এর পরিণামটা চিন্তা করে দ্যাখ। ভেবে দেখতে চেষ্টা কর—

বাইরে একটা গাড়ি আসবার শব্দ হয়। রাহেলা দরোজার কাছে ছুটে যায়, একটু খুলে ধরে দেখে নেয় কে এল। দরোজাটা সে সাবধানে একটুখানি খোলে, যেন ভেতরে বন্দি ডাক্তারকে বাইরে থেকে দেখতে না পায়। রাহেলা দরোজা বন্ধ করে দেয়। তালা দেয়। পর্দা টেনে দেয়।

সামাদের দিকে তাকিয়ে সে বলে, কাপড় পরো। গ্যারেজের লোক এসেছে। সঙ্গে যাও। কাল কোথায় তোমার গাড়ি ফেলে এসেছ, সেখানে নিয়ে যাও। যাও, যাও।

সামাদ হঠাৎ এক কথা বলে। সে বলে, জানো, আমি পুলিশে যেতে পারি ?

রাহেলা স্বামীর মুখ নিরিখ করে হেসে ওঠে। বলে, পুলিশে! না, মনে হয় না। নিজের ওপর তোমার আবার অসীম আস্থা। তাছাড়া তুমি ভালো করেই জানো, পুলিশের ছায়া পর্যন্ত পড়েছে কি আমি এই লোকটির মাথায় বুলেট পুরে দেব। জানো, জানো না ? তারপর পিস্তলটা আমার মুখে নিয়ে ট্রিগার টিপে দেব।

কী পাগল, কী পাগল। তুমি— তোমাকে বোঝা মুশকিল। কী করে পার তুমি, পার এভাবে বলতে ?

কী করে পারি, বুঝিয়ে দিন আমার সামাদকে, ডক্টর, যে কী আপনি করেছিলেন আমাকে যে আমি পারি এরকম পাগলামি করতে।

হাল ছেড়ে দিয়ে সামাদ স্ত্রীকে প্রশ্ন করে, বেশ, বলো, কী তুমি করতে চাও ?

তুমি নয়, আমি নয়, তুমি এবং আমি, আমরা। আমরা এই লোকটির বিচার করব, হ্যাঁ, এর— এই ডাক্তারের। এখানে। আজকেই। এক্ষুনি। নাকি, তোমার সেই বিখ্যাত তদন্ত কমিশনই বিচারটা করবেন ?

এখন বেলা দুপুর হয়ে গেছে। সামাদ এখনো গ্যারেজে রয়েছে তার গাড়ি মেরামতি নিয়ে। এদিকে ডাক্তার এখনো হাত-পা বাঁধা অবস্থায় চেয়ারেই পড়ে আছে। তার মুখে ওড়না গোঁজা সেই রাত থেকেই।

রাহেলা বলে চলে, তারপর ওরা যখন আমাকে ছেড়ে দিল, আপনি জানেন আমি কোথায় গিয়েছিলাম ? বাবা মায়ের কাছে ? না, তাদের কাছে নয়। আমার বাবা-মা আবার মিলিটারি ভক্ত। মায়ের সঙ্গে তো অনেকদিন থেকেই যোগাযোগ নেই। আশ্চর্য, আপনাকেই এসব বলছি, আমি— যে আমি আমার স্বামীকে, বোনকে, মাকে তো নয়ই, কিছুই বলি নি। আমার মনের মধ্যে যা আছে, আমার স্মৃতির ভেতরে, আমার মা জানলে তো মরেই যেতেন। আসলে, আপনাকেই বলা যায়। আপনাকেই আমি বলছি— আমার মনের মধ্যে কী হয়েছিল, ওরা যখন আমাকে ছেড়ে দিল। সেই রাতে— না, আপনাকে আর নতুন করে বলতে হবে না— আমার তখনকার মনের অবস্থা। আমাকে ছেড়ে দেবার সময় আপনি, হ্যাঁ, আপনিই তো আমাকে বেশ ভালো করে পরীক্ষা করে-টরে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মনে পড়ে ? ঘাবড়াচ্ছেন কেন ? এখানে আমরা দু'জনে দেখুন কী চমৎকার আছি, যেন দুই সম্ভ্রান্ত নাগরিক, পার্কের বেঞ্চে, হাওয়া খাচ্ছি আর গল্প করছি। কি, তাই না ?

ডাক্তার এমন একটা ভঙ্গি করে, যেন কিছু বলতে চায় বা বাঁধনটটা খুলে ফেলতে চায়।

রাহেলা নকল মায়ামাখা স্বরে বলে, খিদে পেয়েছে ? হবে, হবে। একটু ধৈর্য ধরুন। ও ফিরে আসুক। ব্রেকফাস্ট হবে। মনে পড়ে ? আপনি আমাকে সেদিন সেই দিন সেই আমাকে বেঁধে ফেলে রাখার দিন বলেছিলেন—

রাহেলা ডাক্তারের স্বর নকল করে বলে, 'এই, খিদে পেয়েছে ? খাবি ? লম্বা, মোটা, শক্ত। খাবি না ? পেট ভরে যাবে।'

তারপরে প্রায় কান্নাজড়ানো নিজের গলায় রাহেলা বলে, আপনারা আমার স্বামীর কথা জানতেন না। আমার স্বামীর নাম পরিচয় আমি আপনাদের জানতে দিই নি। অবশ্য আপনার সহকর্মীরা বারবার আমাকে জিগ্যেস করেছে, জেরা করেছে। 'আরে বেটি, তুই জিনিশ বড় হেভি। বল, তোর ভাতার কটা ? বল, হারামজাদী, বল।' না, আমার স্বামীর নাম আমি বলি নি। বললে

দেশীয় পোশাকে
নতুন মাত্রা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

কি আর আজ তদন্ত কমিশনের সদস্য সে হয়? না তাকে সদস্য করে? নাম বললে তদন্ত কমিশনের সদস্য হবার বদলে আজ তাকেই দাঁড়াতে হতো কাঠগড়ায়, জবানবন্দি দিতে। আর আমাকেও দাঁড়াতে হতো, বলতে হতো— কবে কীভাবে তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। আসলে, ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সেই যে মিলিটারি গণহত্যা শুরু করল, তার পরপরই। আমরা তখন মানুষজনকে সাহায্য করছিলাম কোথাও যাতে নিরাপদ আশ্রয় পায়। আমি আর আমার স্বামী, আমরা, আরো অনেকে, মানুষজনকে বর্ডার পার করছিলাম যাতে তারা প্রাণে বেঁচে যায়। আমি তো তখন যুবতী, টগবগ করছি সাহসে। কী অবাক, আমার বিশ্বাসই হয় না, তখন আমি ভয় কাকে বলে জানতাম না। কী যেন বলছিলাম? ও হ্যাঁ, সেই রাত, সে রাতে আমাকে ওরা ছেড়ে দিল, আমি, আমি আমার স্বামীর বাড়িতে ফিরে গেলাম। দরোজায় ধাক্কা দিলাম। অনেক অনেকক্ষণ ধরে দরোজা ধাক্কালাম, তারপর, শেষ পর্যন্ত তারপর— ও দরোজা খুলল, আমাকে দেখেই কী রকম যেন হয়ে গেল, ওর চেহারায় ভয়, চুল এলোমেলো—

কথা শেষ করতে পারে না রাহেলা। কারণ বাইরে গাড়ির শব্দ সে শোনে। তৎক্ষণাৎ সে পিস্তল হাতে নেয়। কিন্তু অচিরে সে বুঝতে পারে এটা তাদের নিজেদের গাড়ির শব্দ।

সামাদ আসে। ডাক্তারকে তখনো বন্দি দেখে সে ভীষণ মুষড়ে পড়ে।

রাহেলা বলে, হলো? চাকা সারালে?

এ কথার উত্তর না দিয়ে সামাদ বলে, শোন, আমার একটা কথা শোন।

শুনব। নিশ্চয়ই শুনব। কবে তোমার কথা শুনি নি বলো?

তাহলে, চুপ করে লক্ষ্মী হয়ে বোসো। আমার কথা শোন।

বেশ, লক্ষ্মী হয়েই বসলাম। কিন্তু পিস্তলটা হাতে থাক। কেমন?

সামাদ পিস্তলটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলে, তুমি জানো, বেশ ভালো করেই জানো, যে, আমার জীবনের সবটা আমি দিয়েছি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। বিগত সরকারের আমলে তাদের যে একটা দিক আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি নি তা হচ্ছে—

রাহেলা যোগ করে, তারা ফ্যাসিস্ট— এবং তারা—

সামাদ কাতর হয়ে বলে, প্লিজ, আমাকে শেষ করতে দাও। বিগত সরকারের যে একটা দিক আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি নি, তা হচ্ছে তারা নারী-পুরুষ একের পর এক সবাইকে অভিযুক্ত করেছে, মিথ্যা সাক্ষী খাড়া করেছে, আসল সাক্ষীদের খতম করেছে, অভিযুক্তদের এতটুকু সুযোগ দেয় নি আত্মপক্ষ সমর্থনের— আর এই লোক, এই লোকটি ধরো, প্রতিদিন সে গণহত্যা চালিয়েছে, তার পূর্ণ অধিকার অবশ্যই আছে আত্মপক্ষ সমর্থন করবার।

রাহেলা তখন দৃঢ় স্বরে বলে, আছে। সে অধিকার থেকে অবশ্যই তাকে আমি বঞ্চিত করব না। যতক্ষণ ইচ্ছে তুমি তোমার এই মক্কেলের সঙ্গে কথা বলতে পার, যতক্ষণ ইচ্ছে, চাও তো একান্তে, আলাদাভাবে। আমি তোমারই ফিরে আসবার অপেক্ষা করছিলাম, সুইটহার্ট, যেন আইনকানুন মেনেই আমরা ওর বিচারটা শুরু করতে পারি।

সামাদ তখন ইতস্তত করে বলে, ওর মুখের গোঁজাটা তবে খুলে নিই?

তার ভয় ছিল রাহেলা হয়তো রাজি হবে না।

তাকে চমকে দিয়ে রাহেলা বলে, বেশ!

রাহেলার ইঙ্গিত পেয়ে ডাক্তারের মুখ থেকে ওড়নার গুজিটা সরিয়ে নেয় সামাদ। মুখ থেকে কাপড়টা সরে যেতেই ডাক্তার বমি করবার জন্যে ওয়াক করে ওঠে। কিন্তু বমি হয় না।

টেবিলের ওপর রাখা ক্যাসেট রেকর্ডারটি দেখিয়ে রাহেলা ডাক্তারকে বলে, আমি এখন এটি অন করছি। ডক্টর, আপনি বুঝতে পারছেন, যা বলবেন সব রেকর্ড হয়ে যাবে।

রাহেলা ক্যাসেট রেকর্ডারটি চালু করে দেয়।

ডাক্তার একটু কাশে। তারপর ভাঙা গলায় উচ্চারণ করে, ওয়াটার— পানি।

গলায় তার ঘড়ঘড়ের দরুণ সামাদ বুঝতে পারে না কথাটা কী। সে ব্যগ্র হয়ে জানতে চায়, কী? কী বলছেন?

উত্তরটা রাহেলা দেয়, উনি পানি চাইছেন, ডার্লিং।

সামাদ ছুটে রান্নাঘর থেকে পানিভরা গেলাশ এনে ধরে। ডাক্তার ঢকঢক শব্দ করে খায়।

রাহেলার মুখে হাসি, কিন্তু গলায় তিক্ততা নিয়ে উচ্চারণ করে, পানির মতো মিষ্টি আর কিছু নেই, তাই না, ডক্টর? নিজের পেচ্ছাবের চেয়ে অনেক ভালো, কি বলুন?

ডাক্তার পানি খেয়ে একটু শান্ত হয়। কিন্তু তেড়িয়া হয়ে ওঠে তার মেজাজটা। বলে, দেখুন, এটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বেঁচে থাকতে কখনোই আপনাদের ক্ষমা করব না।

তৎক্ষণাৎ হাত তুলে রাহেলা তাকে থামিয়ে দেয়। বলে, দাঁড়ান, দাঁড়ান। ব্যাস। দেখি, কেমন রেকর্ড হচ্ছে।

রাহেলা বোতাম টিপে রেকর্ডারটি রিওয়াইন্ড করে চালু করে। স্পিকারে শোনা যায় ডাক্তারের গলা— 'দেখুন, এটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বেঁচে থাকতে কখনোই আপনাদের ক্ষমা করব না।' তারপরই রাহেলার গলা— 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। ব্যাস। দেখি, কেমন রেকর্ড—'

রাহেলা ক্যাসেট বন্ধ করে দিয়ে খুশি গলায় বলে ওঠে, চমৎকার। রেডি। ক্ষমা বিষয়ে আপনার বক্তব্য পেয়ে গেছি। মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে কি না গেছে, আমরা সে সম্পর্কেও ডক্টরের একটা অভিমত পেয়েছি। তিনি বলেছেন, বেঁচে থাকতে ক্ষমা করবেন না— যেহেতু কয়েক ঘণ্টা যাবত তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছে, কয়েক ঘণ্টা যাবত তাঁকে আটক রাখা হয়েছে কথা বলবার কোনো সুযোগ না দিয়ে। ঠিক আছে। তারপর?

রাহেলা রেকর্ডিংয়ের বোতাম টেপে। বলে, বলুন এবার আপনি যা বলতে চান।

একটুও সময় না নিয়ে ডাক্তার একটানা বলে যেতে থাকে।

ম্যাডাম, আমি আপনাকে চিনি না। আমি আপনাকে জীবনে কখনো দেখি নি। তবে আপনাকে বলি— আপনি অত্যন্ত অসুস্থ। ডাক্তারি মতে আপনাকে প্রায় মতিচ্ছন্ন বলা যায়। তবে, স্যার, আপনি, আপনি ওর স্বামী, আপনার কথা আলাদা। আপনি আইনজীবী, মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে আপনি সদা প্রস্তুত, বিগত সামরিক সরকার চেয়েছিল আপনাকে খতম করতে, যেমন ওরা চেয়েছিল আমাকেও। আপনি স্বাধীনচেতা, কর্তব্যপরায়ন। আপনার এখন কর্তব্য অবিলম্বে আমার বাঁধন খুলে দেয়া। আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া বাহুল্য যে, যত দেরি করবেন ততই আপনি এই অন্যায়ের দোসর বলে প্রতিপন্ন হবেন, এবং এর জন্যে আপনাকে উপযুক্ত পরিণাম ভোগ করতে—

তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে রাহেলা বলে, ভয় দেখাচ্ছেন?

ডাক্তার বলতে যায়, আমি তো—

কিন্তু তাকে ধমক দিয়ে রাহেলা বলে, অফকোর্স আপনি ভয় দেখাচ্ছেন। এখানে ওসব চলবে না। ভালো করে জেনে রাখুন, ডক্টর, আপনাদের মতো হারামির বাচ্চারা এখনো হয়তো হুকুম দেবার ক্ষমতা রাখেন— বাইরে; আমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারেন— বাইরে; কিন্তু এখানে, এই ঘরে, আই অ্যাম ইন কমান্ড। হুকুম আমার চলবে। আর কারো নয়। ঠিক আছে?

থতমত খেয়ে ডাক্তার কোনোমতে বলে, আমার কষ্ট হচ্ছে।

রাহেলা ছোট্ট করে বলে, জানি।

বাংলার রূপ
বাঙালির মেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

বাথরুমে যাওয়া দরকার।

বড় ? না, ছোট ?

সামাদ তখন বিস্ময়ে ও খেদে বলে ওঠে, ই গড। তোমার মুখে এই ?— জানেন ডক্টর, বনে ওর এরকম ব্যবহার দেখি নি।

সামাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে রাহেলা ডাক্তারের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বলে, বলুন, ডক্টর। বাথরুমে বসতে হবে ? না, দাঁড়িয়ে ?

দাঁড়িয়ে।

একটু ভেবে নিয়ে সামাদকে রাহেলা বলে, পায়ের বাঁধনটা খুলে দাও গো। আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি।

সামাদ বাধা দেয়, কারণ তার স্ত্রী একটা পরপুরুষকে নিয়ে বাথরুমে যাবে এটা সে

ভাবতেই পারে না। সে তড়িঘড়ি বলে ওঠে, না, তুমি না।

রাহেলা বলে, হ্যাঁ, আমি। ওভাবে আমার দিকে দেখো না। এই প্রথম বা নতুন নয় যে আমার সামনে উনি ওঁর ঐ প্যান্টের বোতাম খুলে বের করবেন। কাম অন, ডক্টর। স্ট্যান্ড আপ। আমার ঘর আপনি পেচ্ছাব করে ভাসাবেন, সেটি হচ্ছে না।

স্ত্রীর মারমূর্তি দেখে সামাদ বোধহয় ভয় পায়। ডাক্তারের পায়ের বাঁধন সে খুলে দেয়।

ব্যথায় আড়ষ্ট ডাক্তার প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাথরুমের দিকে যায়।

তার পেছনে উদ্যত পিস্তল হাতে চলে রাহেলা।

যখন তারা চোখের আড়াল হয়ে যায়, সামাদ রেকর্ডার থেকে চট করে ক্যাসেট খুলে নেয়। তারপর দ্রুত অশান্ত পায়চারি করে চলে।

কিছু পরে ডাক্তারকে নিয়ে ফেরত আসে রাহেলা। স্বামীকে সে আদেশ করে, বাঁধো ওকে আবার।

সামাদ ডাক্তারের পা বাঁধতে থাকে।

রাহেলা ছোট্ট ধমক দিয়ে ওঠে, ও কী রকম বাঁধছ? শক্ত, শক্ত করে।

দড়ির গেরো থেকে হাত তুলে সামাদ এবার রাহেলার মুখোমুখি হয়ে বলে, দ্যাখো, এটা ঠিক হচ্ছে না। তোমাকে কটা কথা বলা দরকার।

বলো। তোমাকে বাধা দিচ্ছে কে? বলো, কী কথা?

সামাদ চোখ ফিরিয়ে বলে, ওর সমুখে নয়।

কেন? আমার সমুখেই তো দিব্যি একদিন ডক্টর সব কথা বলেছেন, ওই ওরা যখন—

অনুনয়ে হাত জোড় করে সামাদ তখন বলে, আই বেগ ইউ, ডার্লিং, প্লিজ। তোমার সঙ্গে আলাদা আমি কিছু কথা বলতে চাই।

সামাদ আর রাহেলা বারান্দায় যায়। ডাক্তার লক্ষ করেছিল ভালো করে গেরো দেবার আগেই সামাদ হাত তুলে নিয়েছিল। গেরোটা বেশ আলগা হয়ে আছে। তখন সে গেরোটা খুলবার চেষ্টা করতে থাকে।

বারান্দায় এসেই সামাদ প্রশ্ন করে, বেশ চাপাস্বরে, তোমার উদ্দেশ্যটা কী বলো তো?

আগেই তো বলেছি।

কী বলেছ?

আমি ওর বিচার করতে চাই।

এর নাম বিচার? আমরা করব ওদের মতো বিচার? আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ওদের মতো এভাবে আজ যদি আমরা একটা প্রতিহিংসা নিয়ে—

রাহেলা বাধা দিয়ে বলে, না, এটা প্রতিহিংসা নয়। নিরপেক্ষ বিচার। ওর যা বলবার আছে, সব বলবার সুযোগ আমি ওকে দেব— ও আমাকে যে সুযোগ দেয় নি। ও কেন? শুধু ও কেন? ওর সঙ্গীসাথী কেউ আমাকে যে সুযোগ দেয় নি—

তার মানে, ওর সঙ্গীসাথী সবাইকে তুমি ধরে আনবে, বেঁধে রাখবে—

ধরে আনতে হলে আগে তাদের নাম-পরিচয় তো জানতে হবে, তাই না?

বেঁধে রাখবে, আর বিচারের নামে তুমি তাদের—

হত্যা? হত্যা করব? না, উনি আমাকে হত্যা করেন নি, তাই আমার অন্যায় হবে যদি আমি ওকে—

ব্যাস, কথা থাকে যেন, নইলে, তোমাকে বলে রাখছি, আগে আমাকে হত্যা করতে হবে, তারপর তুমি তোমার যা ইচ্ছে—

মাথা ঠান্ডা করবে? আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওকে হত্যা করবার। তোমাকে তো নয়ই। তুমি তো কোনোকালেই আমার কোনো কথা বিশ্বাস করো না।

তাহলে তুমি ওকে করতে চাচ্ছটা কী? কী চাচ্ছ? বলো? কবে কোন কত বছর আগে একদিন কেউ একজন তোমাকে—

একজন— কী আমাকে?— কী আমাকে করেছিল?— বলো, থামলে কেন? বলো।— তুমি কখনোই সে-কথা মুখে উচ্চারণ করো নি, বলতে চাও নি, জানতে চাও নি—

না, ঠিক নয়। তুমি ফিরে এসে, রাতে, আমাকে বলেছিলে, যে, ওরা—

ওরা?

সামাদ যেন প্রতিধ্বনি করে, ওরা—

রাহেলা তাড়া দেয় স্বামীকে, বলো, বলো— ওরা—

ওরা তোমার ওপর নির্যাতন করেছে।

তখন প্রায় থুতু ছিটিয়ে রাহেলা বলে, নির্যাতন করেছে! শুধু নির্যাতন! আর কী করেছে? তারপর আর কী করেছে? কই, বলো। তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।

তখন সামাদ রাহেলার হাত ধরে। চোখের দিকে চোখ রাখতে চায় সে। পারে না। মুখ ফিরিয়ে বলে, ওরা তোমাকে রেপ করেছে।

ক'বার?

একবার নয়।

রাহেলার যেন জেদ চেপে গেছে। সে তিক্ত কণ্ঠে জানতে চায়, বলো, ক'বার?

তুমি গোনো নি বলেছিলে।

না, ঠিক নয়।

কী ঠিক নয়?

রাহেলা বলে, ঠিক নয় যে আমি গুনি নি। আমি গুনেছি। আমি গুনেছি। আমি যখন তোমার কাছে ফিরে এলাম, মনে করে দ্যাখো, সে রাতে তোমাকে আমি বলতে শুরু করলাম, তুমি কসম খেয়ে বলেছিলে, আমার স্পষ্ট মনে আছে তুমি বলেছিলে— 'একদিন, একদিন, ওই শুয়োরের বাচ্চাদের আমি বিচারে তুলব। তোমার দুটি চোখ আগুনের শিখার মতো— হ্যাঁ, আমার বেশ মনে আছে তুমি কাব্য করে বলেছিলে— ওদের যখন কাঠগড়ায় তোলা হবে, আর তুমি ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকবে, তখন তোমার দুটি চোখ আগুনের শিখার মতো ওদের মুখ পুড়িয়ে দিতে থাকবে। ওরা পার পাবে না, রেহাই পাবে না, আমি ওদের বিচারে তুলব।' সো নাউ, ডার্লিং, বিচার। কোথায় কার কাছে গেলে আমি বিচার পাব? বলো। বিচার পাব তোমার তদন্ত কমিশনের কাছে?

সামাদ খুব নিরাশ গলায় বলে, আমার তদন্ত কমিশন? আজকের পর আর আমি সে কমিশনে থাকতে পারি বলে তোমার মনে হয়? আমাকে পদত্যাগ করতে হবে।

রাহেলা বিদ্রুপ করে বলে, নাটক! বরাবরের মতো নাটক করছ যে! কপালে ভাঁজও ফেলেছ। তোমাকে হঠাৎ খুব বুড়ো দেখাচ্ছে গো। খবর কাগজে তোমার ছবি ছাপা হলে, কেউ বিশ্বাস করবে কমিশনের তুমিই হচ্ছো সর্বকনিষ্ঠ সদস্য?

সামাদ প্রায় চেঁচিয়ে বলে, শোনো নি কি বললাম? আমাকে পদত্যাগ করতে হবে। পদত্যাগ।

পদত্যাগ করবার মতো কোনো কারণ তো আমি দেখছি না।

তুমি দেখছ না, সারা দেশ দেখতে পাবে, বিশেষ করে যারা চায় না তদন্ত হোক, তারা দেখবে— তারা দেখবে, প্রেসিডেন্ট যে তদন্ত কমিশন গঠন করেছেন তার এক সদস্য, যার কর্তব্য ছিল ধীরস্থির ভাবে এগোবার— মাথা ঠান্ডা রেখে চলবার একটা উদাহরণ সৃষ্টি করা—

মাথা এত ঠান্ডা রাখলে ঘিলু বরফ হয়ে যাবে যে।

এবং একেবারে অটল নিরপেক্ষ থাকা, সে নিজেই কিনা সায় দিয়েছে যখন তারই চোখের সমুখে তারই নিজের বাড়িতে এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে বেঁধে রাখা হয়েছে, যার বিরুদ্ধে একতিল কোনো প্রমাণ নেই, এমন কিছুই নেই যে আইনের আদালতে দাঁড়ানো যায়।

রাহেলা তখন তীব্রস্বরে প্রশ্ন তোলে, কিসের আদালত?

বাংলার রূপ
বাঙালির মেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

প্রশ্নের তীব্রতায় কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সামাদ। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলে, তুমি জানো, স্বৈরাচারী সরকারের পা চাটা খবর কাগজগুলো, জানো তারা কীভাবে এই খবরটাকে পরিবেশন করবে ? —যেন এই তদন্ত কমিশন লোকের চোখে হেয় হয়ে যায়, বানচাল হয়ে যায়। তুমি চাও, ওরা আবার ক্ষমতায় আসুক ? ওই যে বেচারাকে বেঁধে রেখেছ, যত সময় যাচ্ছে ততই ঝামেলা বাড়ছে। ডার্লিং, ওকে ছেড়ে দাও। তোমার ভুলের জন্যে ক্ষমা চেয়ে ওকে মুক্ত করে দাও। আমি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। আমার মনে হয়েছে রাজনৈতিক দিক থেকে উনি এমন একজন যাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি, আর কিছু না হোক, অন্তত—

টিটকিরি দিয়ে ওঠে রাহেলা। বলে, বাহ, বাহ, বাহ। তুমি দেখছি একেবারে গলে গিয়েছ। না, আমি তোমার ক্যারিয়ার নষ্ট করতে চাই না। আর তদন্ত কমিশনের পথে বাধা সৃষ্টি করবারও কোনো ইচ্ছে আমার নেই। তবে কথা কি জানো ? তোমার ঐ তদন্ত কমিশন শুধু সেই কেসগুলো দেখবে যারা নিহত, আর নিহত মানুষ কথা বলতে পারে না। কিন্তু আমি পারি। আমি পারি বলতে, কারণ আমি এখনো বেঁচে আছি। বেঁচে আছি বছরের পর বছর আমার বুকের ভেতরে ভয় শুধু ভয় নিয়ে। সে-কথা কাউকে বলি নি, এতদিন একটা কথাও উচ্চারণ করি নি, আজ উচ্চারণ করব, আজ বলব, আজ কথা বলব। তুমি তোমার তদন্ত কমিশন করো, আর আমাকে আমার কাজ করতে দাও, ফর গডস সেক। বিশ্বাস কর, আজ এখানে যা হচ্ছে, যা হবে, বাইরের কেউ জানবে না।

সামাদ পালটা যুক্তি দেয়, যদি উনি বাইরে গিয়ে কিছু না বলেন— দয়া করে, করুণা করে— তাহলেই কেবল জানবে না। নো ম্যাটার হোয়াট, আমাকে পদত্যাগ করতেই হবে।

কেউ কিছু না জানলেও তুমি পদত্যাগ করবে ?

হ্যাঁ।

পদত্যাগ করতেই হবে ? তোমার বৌ আমি পাগল বলে ? এতকাল চুপ করে ছিলাম বলে পাগল, আর এখন পাগল, কারণ এখন আমি হঠাৎ কথা বলতে শুরু করেছি, তাই ?

অন্য আরো অনেক কারণের মধ্যে, হ্যাঁ, তাই, এটাও— যদি সত্যিটাই চাও।

সত্যিটাই আমি চাই। যা সত্যি, সেটাই এখন আমার বিষয়।

কথাটা শেষ করতেও পারে নি রাহেলা, হঠাৎ তার চোখে পড়ে ডাক্তার তার বাঁধন প্রায় খুলে ফেলেছে। রাহেলার চোখ পড়তেই ডাক্তারের হাত থেমে যায়।

রাহেলা ছুটে গিয়ে তাকে আবার বেঁধে ফেলে, সেই অতীত স্মরণ করে, পুরুষের গলা নকল করে শোনায় সেই একাত্তরের সংলাপ, যা তাকে বলা হয়েছিল। এখনো তার কানে বাজে।

কি, এখানে ভালো লাগছে না ? হারামজাদী, পালাতে চাস ? বাইরে গিয়ে আমার চেয়ে কিন্তু বেশি মজা পাবি না। বল, আমাকে তোর ভালো লাগছে। বল। একটু বল। বল না ?

রাহেলা ডাক্তারের গায়ে হাত রাখে। ডাক্তার ভয়ে কুঁকড়ে যায়। বুঝতে পারে না এই মহিলা কী করতে চাইছে। কিন্তু রাহেলা কিছুই করে না। কেবল দ্রুত একবার ডাক্তারের গায়ে হাত বুলিয়ে স্বামীর দিকে ফিরে বলে, শুধু ওর গলার স্বর নয়, শরীরের স্পর্শটাও সেই। এমনকি গায়ের গন্ধটাও। আচ্ছা ধরো, যদি আমি কোনো সন্দেহের অবকাশ না রেখে প্রমাণ করে দিতে পারি, যে, তোমার এই ডাক্তারটি আসলেই দোষী, তারপরেও তুমি আমাকে বলবে— ওকে ছেড়ে দাও ?

জেদি গলায় তৎক্ষণাৎ সামাদ উত্তর দেয়, হ্যাঁ, বলব। যদি সত্যিই দোষী হয়, তাহলে তো আরো তাকে ছেড়ে দিতেই হয়। ওভাবে তাকিও না। উদ্দেশ্যটা বুঝতে চেষ্টা কর। আমাদের উদ্দেশ্য, এইসব মানুষদের ভয় পাইয়ে দেয়া, ভয় পেলেই তারা আমাদের কাছে আসবে, আসবে যেন আমরা তাদের কোনো ক্ষতি না করি। ওরা আমাদের কাছে আসুক, এটা চাও তো ? এটাই তো চাও, ওরা আসুক ? তুমি যা করছ, ভেবে দ্যাখ সকলেই যদি এমন করে, তবে পরিস্থিতিটা কী দাঁড়াবে ? তুমি তোমার নিজের জ্বালা মেটালে, শাস্তি দিলে, বেশ, আর ওদিকে সারা দেশে হাজার হাজার মানুষ যারা এতদিনে একটা সুযোগ পেতে যাচ্ছে সুবিচারের, তারা ? তাদের সে সুযোগ গোল্লায় যাবে। আর এই যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি শুরু হয়েছে দেশে, সেই গণতন্ত্রও ভেস্তে যাবে।

রাহেলা উন্মাদের মতো হেসে বলে, কিছু হবে না গণতন্ত্রের। আর আমি যা করব তাও কেউ জানবে না।

সেটা নিশ্চিত করতে হলে তো লোকটাকে মেরে ফেলতে হয়। আর মেরে ফেললে আমরা দুজনেই শেষ। প্লিজ ওকে ছেড়ে দাও। দেশের কথা, সংসারের কথা ভেবে ওকে ছেড়ে দাও।

আর আমার কথা কে ভাববে ? আমার নিজের কথা ? তাকাও আমার দিকে। তাকাও।

তাকিয়ে তো আছি, সোনা।

কী দেখতে পাচ্ছ ?

দেখতে পাচ্ছি, মাটির নিচে একটা ঘরে, আরো অনেকের সঙ্গে, তুমি— বন্দি। এখনো বন্দি। পনেরোটা বছর তুমি কিছু করতে পার নি। কিছু না। কিন্তু আজ যখন সময় এসেছে—

রাহেলা তীব্রস্বরে বলে, ভুলে যাবার সময় ? তুমি বলছ আমি সব ভুলে যাই ?

সব কিছুর উর্ধে তুমি ওঠো, আমি এটুকুই বলতে চাই।

এবং তাকে ছেড়ে দিই যেন সে আর কয়েকটা বছর পরেই আবার ফিরে আসতে পারে ?

যেন সে আর ফিরে না আসতে পারে।

রাহেলা আবার সেই বিদ্রুপ কণ্ঠে তুলে বলে, যেন আবার আমাদের দেখা হয়, ধরো কোনো রেস্তোরাঁয় হলো দেখা, আমরা তাঁকে দেখে মিষ্টি হাসলাম, উনি ওঁর বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, আমরা বেশ বন্ধু হয়ে গেলাম, এবার কেমন গরম পড়েছে সেই নিয়ে দিব্যি কথা বললাম, এই তো ?

মূলত তাই। মানে, আবার সহজ সরল জীবন ফিরে পাওয়া।

রাহেলা মনে হয় কথাটা একটু ভেবে দেখে।

অবশেষে রাহেলা বলে, নতুন একটা কথা, আমরা একটা রফা করি না কেন ?

সামাদ যেন আশার আলো দেখতে পায়। প্রতিধ্বনি করে, রফা ?

রাহেলা বলে, হ্যাঁ, তুমি কিছু ছাড় দিলে, আমি কিছু ছাড় দিলাম। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ব্যাপারটা যেরকম আর কী। ওরা আমাদের গণতন্ত্র দিল, হাতে রেখে দিল অর্থনীতি আর সেনাবাহিনী; কমিশন তদন্ত করল সব, অপরাধের জন্যে বিচার করা হলো না কারো; কথা বলার স্বাধীনতা দিল, দিল না কিছু চাইবার স্বাধীনতা ? এসো না, আমরা একটা চুক্তি করি। তুমি চাও ঐ লোকটির মুক্তি, আর আমি চাই— জানতে চাও আমি কী চাই ?

হ্যাঁ, জানতে চাই।

রাহেলা যেন ঝিম ধরা গলায়, যেন স্মৃতিকাতর কণ্ঠে, ধীরে বলে চলে, কাল রাতে যখন ওর গলার স্বর শুনতে পেলাম, আমার মাথার ভেতরে বিদ্যুতের মতো যে কথাটা তখন ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল— এই এত বছর ধরে যে কথাটা আমি ভাবছিলাম, শুধু ভাবছিলাম, আর তুমি আমাকে অন্যমনস্ক, বাইরে স্থির ভেতরে বড় অস্থির টের পেয়ে কেবলি জিগ্যেস করতে— কী ভাবছ, সোনা ? জানতে চাও কী আমি ভাবতাম ? কী আমি চাইতাম এই এতকাল ধরে আমার এই মনের মধ্যে ? যা ওরা করেছে, দিনের পর দিন, ঠান্ডা মাথায়, হিসেব করে, মেপে,

বাংলার রূপ
বাঙালির মেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ বাঙালির মেলা

ভেবে, যেভাবে, যে রকম করে, ওদেরও তাই করতে, বিশেষ করে এই ডাক্তারটিকে। অন্যদের তুলনায় উনি আবার বড়ই মার্জিত, রুচিবান। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পছন্দ করেন। ফৈয়াজ খাঁ বাজাতেন ক্যাসেটে। বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতেন। নিৎসের কোটেশন দিতেন।

সামাদ বলে, নিৎসে ? জার্মান সেই দার্শনিক ? কী বলছ ? সেই নিৎসে, যার সাক্ষী মেনে হিটলার লাখ লাখ ইহুদি মেরেছিল।

রাহেলা ধীর কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, সেই নিৎসে।

রাহেলা বলে চলে, চমকে উঠতাম আমি। আমি ? এই আমার ভেতরে এত ঘৃণা ? এই আমি কী করে পারছি ভাবতে, যে, এই আমি একটা অসহায় মানুষের ওপর— হোক সে মানুষ যতই শয়তান— তার ওপর ঠিক সেই একই অত্যাচার, সেই একই ভয়াবহ নির্যাতন ? তবু, ভাবতাম। ভাবতে ভাবতে ভেতরটা জড়িয়ে যেত, স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন বাস্তব অবাস্তব সব এক হয়ে যেত, ঘুমে ঢলে পড়তাম। নইলে চোখে আমার ঘুম আসত না। তোমার সঙ্গে পার্টিতে যেতে পারতাম না— যখন যেতাম ভাবতাম, এই পার্টিতেই যদি সেই লোকটির দেখা পেয়ে যাই, যদি, সে না হোক, যদি তার মতো অন্য কারো দেখা পাই— ভাবতাম, আমি ভাবতাম, কল্পনায় দেখতে পেতাম বলেই সেই যে তুমি বড় পছন্দ করো আমার হাসি, হাসতে পারতাম আর তোমার দিকে তাকিয়ে ভাবতাম, কল্পনায় দেখতাম, আমি তাদের মাথা ঠেসে ধরেছি ময়লার বালতিতে, ইলেকট্রিকের শক দিচ্ছি হাই ভোলটেজের— তারপর তুমি আর আমি যখন বিছানায়, তখন, তখনো তো চূড়ান্ত

দেশীয় পোশাকে
নতুন মাত্রা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

মুহূর্তে পৌঁছুবার সম্ভাবনায় আমি থরথর করছি, আর হঠাৎ করে মনে পড়ে গেছে ইলেকট্রিক শকের কথা, আমি ঠান্ডা বরফ হয়ে গেছি— ভান করেছি চূড়ান্ত মুহূর্তের, ভান করেছি— যেন তুমি টের না পাও আমার মাথার ভেতরে কোন কথা কোন ছবি অতীত ছিঁড়ে লাফিয়ে পড়েছে, হঠাৎ যেন তুমি কষ্ট না পাও যে তুমি ব্যর্থ আমাকে সুখ দিতে।

মৃদু আর্তনাদ করে ওঠে সামাদ।

তার সেই আর্তস্বরের দিকে তিলমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে রাহেলা দুঃস্বপ্নাতুরের মতো বলে চলে, যখন ওর গলা শুনলাম, মাথার ভেতরে একটা কথাই আছড়ে পড়ল— আর কিছু নয়, আমার এই একটি সাধ, যে, কেউ ওকে রেপ করুক, ধর্ষণ করুক কেউ, যেন মজ্জায় মজ্জায় টের পায়, অন্তত একটিবারের জন্যে বুঝে যায়— না, এ কাজ যেহেতু আমাকে দিয়ে হবার নয়, ঠিক করলাম ওকে এই উপযুক্ত শাস্তিটা দিতে হবে তোমাকেই। পরমুহূর্তেই ভাবলাম, না, অসুবিধে হতে পারে। এরকম একটা ঘটনা ঘটাবার জন্যে তোমার অন্তত কিছু আগ্রহ তো চাই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে প্রশ্ন এল, এই কি আমি চাই ? আসলেই ? প্রশ্নের উত্তরও আমি পেয়ে গেলাম— কী আমি চাই। জানতে চাও, আমি কী চাই ? আমি চাই সে স্বীকার করুক, সবকিছু, সব সব সবকিছু। শুধু আমাকে নয়, যাকে যেখানে যতজনকে সে যা করেছে, সব সে বলবে টেপ রেকর্ডারে, তারপরে নিজের হাতে লিখে নিচে দেবে দস্তখৎ, একটা কপি রাখব আমি— সারা জীবন আমার কাছে থাকবে সব তথ্য, সব নাম, সবকিছু— বিশদ, বিস্তারিত।

সামাদ ব্যগ্র হয়ে বলে, বেশ তো। সব তথ্য থাকবে। তারপর ওকে যেতে দেবে তো ?

দেব।

আর কিছুর জন্যে আটকাবে না ?

না, মোটেই না। বুঝতে পারছ না, ডার্লিং, এতে তোমারই মঙ্গল ? ডাক্তারের স্বীকারোক্তি আমার হাতের মুঠোয় থাকলে কমিশনে তুমি নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবে, লোকটা গুণ্ডা পাঠাবে না আমাদের খতম করতে, ভয়ে থাকবে, কারণ, যদি কিছু করে তো পরদিনই তার জবানবন্দি সমস্ত খবর কাগজে ফলাও করে ছাপা হবে। বুঝতে পারছ ?

কথাটা বিবেচনা করে দেখে সামাদ। নিঃসংশয় হবার জন্যে প্রশ্ন করে, রাহেলা, স্বীকার করলেই ওকে তুমি যেতে দেবে ? আমি এটা বিশ্বাস করব ? সে বিশ্বাস করবে ?

রাহেলা জোর দিয়ে বলে, করতেই হবে। আমি তো আর কোনো পথ দেখছি না তোমাদের। শোন, এই জাতীয় লোককে প্রাণের ভয় দেখানো দরকার। ওকে বলো, আমি ওর গাড়িটা সরিয়ে ফেলেছি, কারণ আমি ওকে এখন হত্যা করবার জন্যে তৈরি হচ্ছি।

সামাদ প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, হত্যা!

চেয়ারে বাঁধা ডাক্তার চমকে ওঠে। তার প্রশ্রাবের বেগ পায়। সে কাতর শব্দ করে ওঠে।

রাহেলা বলে, ডাক্তারকে বলো আমাকে ফেরাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সব স্বীকার করা। বলো, কাল রাতে যে এখানে এসেছে, কোনো সাক্ষী নেই, লাশেরও কোনো সাক্ষী থাকবে না। অন্তত ওর কথা ভেবে তুমি ওকে রাজি করাবে না ?

মানে তুমি বলছ আমি ওকে রাজি করাই ?

বলছি, ওকে রেপ করার চেয়ে এটা তোমার পক্ষে সহজ হবে।

স্বীকার করবার মতো যদি ওর কিছু না থাকে ?

তবে বলবে, স্বীকার না করলে আমি ওকে হত্যা করব।

সামাদ হঠাৎ একটা পালটা প্রশ্ন করে, যদি নির্দোষ হয় ?

রাহেলা বলে, আমার কোনো তাড়া নেই। আমি ওকে অনন্ত সময় দেব স্বীকার করতে রাজি হবার জন্যে।

হতাশায় হাত তুলে সামাদ বলে, আমার কোনো কথাই তুমি শুনছ না। লোকটা যদি নির্দোষ হয় তবে স্বীকার করবেটা কী ?

ডাক্তারের আশা হয়, বোধহয় এই মহিলা তাকে প্রাণে মারবে না। শুধু ভয় দেখাচ্ছে। নইলে এখন তাকে পাউরুটি ডিমভাজা করে নিজ হাতে খাইয়ে দিচ্ছে কেন ?

ডাক্তার গপগপ করে খায়। তার বড্ড খিদে পেয়েছে।

ডাক্তারের খাওয়া হয়ে গেলে রাহেলা শোবার ঘরে চলে যায়। তার এখন আরো কাজ বাকি রয়েছে। তার আগে চমৎকার একটা শাওয়ার নিলে ভালো লাগবে।

রাহেলা ঘর থেকে চলে গেলে ডাক্তার সামাদকে বলে, জনাব, আপনি দেখছি উকিলের মতো আমাকে জেরা করছেন ? আমি বরং খুশি হবো আমাকে যদি গতকাল রাতের মতো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন।

সামাদ বলে, দেখুন, ডক্টর, আপনাকে আমার মক্কেল মনে করাটাই এখন বোধ হয় ভালো। আমার জন্যে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডাক্তার বলে, আপনার স্ত্রীর মাথা খারাপ। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন, আপনার স্ত্রী বদ্ধ উন্মাদ।

সামাদ বলে, আপনার তাই মনে হয় ?

হ্যাঁ, মনে হয়, মনে হয়। আই অ্যাম এ কোয়ালিফায়েড ফিজিশিয়ান। আমি বলছি, ওঁর চিকিৎসা হওয়া দরকার। মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা।

সামাদ ধীর গলায় বলে, বেশ! তবে আপনিই ওর চিকিৎসা, ডক্টর।

পরিহাস না পরামর্শ বুঝতে পারে না ডাক্তার। প্রাণের ভয়ে সে উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে, আমাকে খুন করবে।

খুন করবে— স্বীকার না করলে।

কী স্বীকার করব ? স্বীকার করবার আছে কী ?

ডক্টর, আপনি হয়তো জানেন, গোয়েন্দা বাহিনী অনেক সময় ডাক্তারদের কাজে লাগায়। নির্যাতনের উপদেষ্টা হিসেবে।

বিষয়টা মেডিক্যাল কাউন্সিলের কানে গেছে। তারা সাধ্যমতো সেসবের খোঁজখবরও করছে।

ওর বদ্ধমূল ধারণা, আপনি ওইসব ডাক্তাদের একজন। অতএব, স্বীকার করবার মতো কোনো প্রমাণ যদি আপনার হাতে না থাকে—

ডাক্তার চেঁচিয়ে ওঠে, প্রমাণ ? তাহলে আমাকে গলার স্বর পালটাতে হয়। প্রমাণ করতে হয় যে আসলে এটা আমার গলা নয়। আর কী প্রমাণ আছে যে—

সামাদ তখন মনে করিয়ে দেয়, আমার স্ত্রী আপনার শরীরের স্পর্শের কথা বলছিলেন।

আমার ? আমার শরীর ?

এবং আপনার গন্ধ।

ডাক্তার উত্তেজিত বিভ্রান্ত গলায় তড়বড় করে বলে, গন্ধ, স্পর্শ! উন্মাদের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে-কেউ আসত ওই দরোজা দিয়ে তাকেই উনি ঠেসে ধরে বলতেন—

নির্লিপ্তকণ্ঠে সামাদ বলে, আপনার কপাল মন্দ। আপনি এসেছিলেন ওই দরোজা দিয়ে।

তখন অনুনয়ে ভেঙে পড়ে ডাক্তার। বলে, ভাই, দেখুন, আমি শান্তিপ্রিয় লোক। যে-কেউ বলবে, সন্ত্রাস আমাকে দিয়ে হবার নয়। সন্ত্রাস আমি পছন্দ করি না। সাগর পাড়ে আছে আমার ছোট বাড়ি, আমি দিনের শেষে বাড়ি ফিরে যাই, সাগর পাড়ে পায়চারি করি, সাগরের ঢেউ দেখি, নুড়ি পাথর কুড়োই, আমার পছন্দের গান শুনি—

সামাদ হঠাৎ প্রশ্ন করে, রাহেলার কথা মনে করে, বলে, ফৈয়াজ খাঁর গান ?

থতমত খেয়ে ডাক্তার বলে, ফৈয়াজ খাঁ কেন ? বড়ে গোলাম আলি, ইকবাল বানু, আলি আকবর, রবিশংকর— অনেকেরই গান শুনি, বাজনা শুনি। গতকাল কী খেয়ালে ফৈয়াজ খাঁর একটা ক্যাসেট গাড়িতে নিয়েছিলাম। তার চেয়েও কোন বদখেয়ালে রাস্তায় গাড়ি থামিয়েছিলাম। কেন ? না, একটা পাগল রাস্তার মাঝখানে

বাংলার রূপ
বাঙালির মেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

আমারবই.কম

দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে গাড়ি থামাবার চেষ্টা করছিল। দেখুন, আপনারই উচিত আমাকে এই গাড্ডা থেকে উদ্ধার করা।

জানি।

ডাক্তার হাত পায়ের বাঁধন দেখিয়ে সামাদকে বলে, ব্যথা। হাতে, কবজিতে, গোড়ালিতে। রশিটা একটু যদি ঢিলে করে দিতেন।

সামাদ সে অনুরোধ উপেক্ষা করে বলে, আমি আপনাকে খাঁটি একটা কথা বলছি। প্রাণে যদি বাঁচতে চান, তাহলে একটাই পথ আছে— আর তা হলো— আমার মনে হয়— আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার একটু মানিয়ে চলা।

মানিয়ে চলা ?

হ্যাঁ, যাতে উনি মনে করেন, যে, আপনি, ওর সঙ্গে সহযোগিতা করতে চান।

ডাক্তার নিজের বন্ধনদশার দিকে ইঙ্গিত করে সামাদকে বলে, আমার— এই বর্তমান পরিস্থিতিতে— আমি তো দেখছি না কীভাবে আমি সহযোগিতা করতে পারি।

সামাদ বলে, মানিয়ে চলুন— ওঁর মনে বিশ্বাস উৎপাদন করুন। উনি আমাকে কথা দিয়েছেন, আপনি স্বীকার করলেই আপনাকে উনি ছেড়ে দেবেন।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার মাথা নেড়ে বলে,স্বীকার করবার কিছু নেই।

সেক্ষেত্রে আপনাকে তবে বানিয়ে কিছু বলতে হবে। কারণ, একমাত্র যে শর্তে উনি আপনাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত, তা হলো—

বাধা দিয়ে ডাক্তার বলে, আমি কিছুই করি নি, যে, ওঁর ক্ষমা করবার কথা ওঠে, বুঝেছেন ? আমি কিছু করি নি। আমার কিছু নেই স্বীকার করবার।

উত্তেজনায় ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে যায়, কিন্তু রশির বাঁধনের জন্যে পারে না। আলুথালু হয়ে বসে পড়ে ডাক্তার উত্তেজিত গলায় সামাদকে বলে, আমাকে আপনি এইসব আবোল তাবোল পরামর্শ দেবার আগে সামলান গিয়ে আপনার ওই বদ্ধ উন্মাদ মহিলাটিকে। নইলে আপনার ভবিষ্যত তো ঝরঝরে উনি করবেনই, নিজেও যাবেন জেলে— না হয় পাগলা গারদে। —বোঝান গিয়ে। নাকি নিজের বাড়িতে নিজের সামান্য কর্তৃত্বটুকুও চলে না ?

ঠিক এই সময়ে রাহেলা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে চুল খোঁপা করতে করতে।

রাহেলা চুলের খোঁপা ঠিক করে সামাদকে নকল মিষ্টি গলায় জিগ্যেস করে, কী হয়েছে, ডার্লিং ?

চোরচোখে স্ত্রীর দিকে পলকমাত্র তাকিয়ে সামাদ বলে, কিছু না।

রাহেলা স্বামীর কাছে আসতে আসতে বলে, তোমাকে যেন একটু কেমন দেখাচ্ছে। ও, আপনারা দেখছি খাওয়া শেষ করেছেন। আমার রান্নার নিন্দে কেউ করতে পারবে না। আদর্শ গৃহিনী আমি। ডক্টর, কফি ? এক ফোঁটা ? একটুখানি ? ডক্টর, আমি জিগ্যেস করছি। ছেলেবেলায় আপনার মা আপনাকে শেখায় নি যে—

ডাক্তার তীব্রকণ্ঠে বাধা দিয়ে বলে, প্লিজ, আমার মাকে টানবেন না। আমি নিষেধ করছি, আমার মায়ের কথা উচ্চারণ করবেন না।

রাহেলা নকল বিনয় ভঙ্গি করে বলে, আই অ্যাম সরি। ইউ আর অ্যাবসুলেটলি রাইট। আপনার কোনো কিছুর জন্যে আপনার মা কেন দায়ী হবেন ? পুরুষগুলো বুঝি না কেন কিছু হলেই মাকে নিয়ে গাল পাড়ে।

সামাদ রাহেলাকে বলে, ডার্লিং, তুমি যাবে ? আমাদের আলাপটা তাহলে শেষ করতে পারি, প্লিজ।

রাহেলা তখন নকল উদার হেসে বলে, ও-কে। চলুক তবে শীর্ষ বৈঠক। আর হ্যাঁ, ওঁর যদি ছোট বাথরুম পায়, তুড়ি দিলেই আমি চলে আসব।

রাহেলা শোবার ঘরে ফিরে যায়। শাড়ি এখনো সে বদলায় নি। হয়তো শাড়িটা পরতে যতক্ষণ লাগে, তারপরেই সে আবার ফিরে আসবে।

তার যাওয়ার দিকে আতংকিত চোখে তাকিয়ে থেকে ডাক্তার অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করে, বদ্ধ উন্মাদ।

সামাদ হেসে বলে, এবং উন্মাদের হাতে যখন ক্ষমতা থাকে, তখন একটু মানিয়ে চলতে হয়। এ ক্ষেত্রে আপনার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি। কই ? বলতে শুরু করুন।

আবার সেই একই কথা!

আমার ধারণা, আমি ওঁর দৃষ্টিভঙ্গিটা বুঝেছি। দেশের বর্তমান প্রয়োজনের সঙ্গে এটা খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। যা ঘটেছিল তা কথায় উচ্চারণ করবার প্রয়োজন।

ডাক্তার তীক্ষ্ণচোখে সামাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, আপনি ওঁর কথা বিশ্বাস করেছেন, না ?

সামাদ বলে, যদি জানতামই যে আপনি দোষী, তাহলে কি আর এভাবে মরিয়া হয়ে আপনাকে বাঁচাবার জন্যে—

বাধা দিয়ে ডাক্তার বলে, শুরু থেকেই লক্ষ করেছি আপনাদের দুজনের ভেতরে একটা ষড়যন্ত্র। আপোষে একটা অভিনয়। উনি মারমূর্তি ধরবেন, আর আপনি সেজে থাকবেন ভালোমানুষ।

ভালোমানুষ মানে ?

অভিনয়, অভিনয়। ভালোমানুষ সেজে আমার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়। একবার স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারলেই, তখন, আপনার স্ত্রী নন, আপনি, হ্যাঁ আপনি আমাকে হত্যা করবেন। যে-কোনো স্বামীই তাই করবে। রাহেলাকে রেপ করেছে বলে কেউ স্বীকার করলে কোনো পুরুষ স্থির থাকতে পারে না। পুরুষের মতো পুরুষ হলে, প্রতিশোধ নেয়, হত্যা করে। আমিও করতাম। আর কিছু না হোক, ঘচাং করে কেটে খাসি বানিয়ে দিতাম।

সামাদ হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

আতংকিত হয়ে ডাক্তার প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছেন ?

যাচ্ছি পিস্তল আনতে, আপনার খুলিটা উড়িয়ে দিতে। পুরুষের মতো পুরুষ হলে তো তাই করে, নাকি ? মানুষের খুলি ওড়ায়, দড়ি দিয়ে বাঁধা মহিলাকে রেপ করে। আমার মতো তো তারা নয়। আমি যে গাধা, গাধা বলেই যে হারামজাদা আমার বৌকে রেপ করেছে, সারা জীবন তার নষ্ট করে দিয়েছে, সেই হারামির বাচ্চাকেই আমি বাঁচাবার চেষ্টা করছি। ক'বার আমার বৌকে রেপ করেছিস ? ক'বার ? কুত্তার বাচ্চা।

ভাই— আপনি—

ভাইটাই এখানে কেউ নেই। এখানে এখন আমি। এই আমি।

রশি বাঁধা হাত যতটা সম্ভব যুক্ত করে ডাক্তার অনুনয় করে ওঠে, কোথায় যাচ্ছেন ?

রাহেলার কাছে।

না, যাবেন না। প্লিজ, ওঁকে ডাকবেন না।

সামাদ থমকে দাঁড়িয়ে বলে, আপনাদের এই ঝঞ্ঝাটের ভেতরে থেকে আমার মাথা গরম হয়ে গেছে। আপনি ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিন। ওকে ভালো করে বোঝান।

না— আমার ভয় করছে।

কথাটা শুনে, ভালো করে মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে, সামাদ ডাক্তারের কাছে এসে তার কাঁধে হাত রাখে।

তারপর ডাক্তারকে বিস্মিত করে দিয়ে সামাদ ফিসফিস করে বলে, ভয়— আমারও করছে।

কাঁধের ওপর সামাদের হাতে মাথা ঠেকিয়ে ডাক্তার ভাঙা গলায় বলে, প্লিজ, আমাকে আপনি বাঁচান। আপনি ওঁকে কী বলবেন গিয়ে ?

সত্যিটাই বলব। বলব, আপনি সহযোগিতা করতে রাজি নন।

আমি কোন অপরাধ করেছি আমার জানা দরকার। আপনাকে বুঝতে হবে, আমি কী স্বীকার করব আমি আদৌ জানি না। আমি যদি সেই লোক হতাম, তাহলে ঘটনার বিস্তারিত সবই আমার জানা থাকত। কিন্তু আমি তো কিছুই জানি না।

দেশীয় পোশাকে
নতুন মাত্রা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

আমারবই.কম

আমি যদি কোনো ভুল করি, উনি মনে করবেন যে আমি— আপনি প্লিজ আমাকে সাহায্য করুন।

অর্থাৎ আপনি চাইছেন, আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা করি?

আমি চাইছি, নির্দোষ একটি লোক এই আমাকে আপনি বাঁচান। আপনি তো বিশ্বাস করেন, আমি নির্দোষ, তাই না?

আমি কী বিশ্বাস করি না করি, আপনার কাছে এত জরুরি?

অবশ্যই জরুরি। কারণ, সভ্যতার সন্তান উনি নন, আপনি। প্রেসিডেন্টের তদন্ত কমিশনের সদস্য উনি নন, আপনি।

না— তা— ঠিক— উনি নন— আমাদের সমুখে এখন কাজ— অনেক কাজ—

কথাটা শেষ করতে পারে না ডাক্তার। তার আগেই সামাদ ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

দাঁড়ান। কোথায় যাচ্ছেন? কী বলতে যাচ্ছেন আপনার স্ত্রীকে?

সামাদ রহস্যজনক একটা হাসি ফুটিয়ে তুলে বলে, আমার স্ত্রীকে বলতে যাচ্ছি যে আপনার ছোট বাথরুম পেয়েছে।

গর্জন করছে সমুদ্র। সন্ধ্যার অন্ধকারে সমুদ্রের বুকে জ্বলে উঠছে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ফসফরাসের দীপ্তি। একটা একটা করে তারা ফুটছে আকাশে।

শোবার ঘরে রাহেলা আর সামাদ। স্বামী আর স্ত্রী। একান্ত এই মুহূর্ত।

সামাদ স্ত্রীর হাত ধরে কাতর গলায় বলে, দ্যাখ কথাটা বোঝার চেষ্টা কর। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমারই মুখ থেকে আমার সব জানা দরকার। এত বছর পরে আজ তোমার নয়, ওই ডাক্তারের কাছ থেকে, জবানবন্দি নেবার মাধ্যমে আমাকে সব জানতে হবে, এটা উচিত হয় না। কিছুতেই হয় না। সহ্য করা যায় না।

আমি নিজমুখে বললে তুমি সহ্য করতে পারবে?

তাও পারব না। তবে, কষ্টটা কম হবে ওর মুখ থেকে শোনার চেয়ে।

রাহেলা বারন্দায় দাঁড়িয়ে অন্ধকার সমুদ্র দেখতে দেখতে অস্ফুটস্বরে বলে, তোমাকে তো অনেকখানি বলেছি। আর কী শুনতে চাও?

কুড়ি বছর আগে তুমি বলতে শুরু করেছিলে ঠিকই, কিন্তু— তারপর—

হ্যাঁ তারপর— তারপর আমি মুখ বন্ধ করে রেখেছি।

স্মৃতিকাতর কণ্ঠে সামাদ বলে, দেশ স্বাধীন হলো। আহ, সেই দিনগুলো। দুটো মাস আমি তোমাকে খুঁজে বেড়িয়েছি। তোমার কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। ঘরদোর লাটে উঠেছে। জেনে রেখো, সত্যির পেছনে বেশি ছুটলে মানুষ পা ভেঙে পড়ে যেতে পারে। —তোমার সমুখে আমি এখন শিশুর মতো অসহায় দাঁড়িয়ে।

রাহেলা স্বামীর হাত ধরে বলে, আমি তোমাকে চাই। তোমাকে। আমার ভেতরে তোমাকে আমি চাই, জীবনের সব অনুভব নিয়ে তুমি, তোমাকে। আমি চাই তুমি প্রেমিক হয়ে আসবে আমার শয্যায়, সেখানে থাকবে না কোনো স্মৃতির ভূত। আমি চাই তুমি তদন্ত কমিশনে থাকবে, সত্যের পক্ষে লড়বে। আমার বাতাসের ভেতর নিঃশ্বাস নেবে। আমার ফৈয়াজ খাঁর ভেতরে তুমি থাকবে, যেন আবার ফৈয়াজ খাঁর গান আমি শুনতে পারি তন্ময় হয়ে।

সামাদ প্রতিধ্বনি করে, ফৈয়াজ খাঁ! দীর্ঘদিন তুমি চুপ করে আছ, রাহেলা। আজ আমাকে সব বলবে?

বলব।

সব?

সবকিছু।

তখন ক্যাসেট রেকর্ডার নিয়ে আসে সামাদ। রাহেলাকে বারান্দা থেকে টেনে এনে বিছানার ওপর বসিয়ে দেয়। বলে, আমি রেকর্ডারটা অন করছি। মনে কর তুমি এখন তদন্ত কমিশনের সমুখে কথা বলছ।

স্বপ্নাচ্ছন্ন গলায় রাহেলা প্রতিধ্বনি করে, তদন্ত কমিশন!

হ্যাঁ।

কীভাবে শুরু করব? কোনখান থেকে?

সরাসরি ঘটনা থেকে।

ঘটনা?

ঘটনার তারিখ বলো। তারিখ দিয়ে শুরু কর।

স্বপ্নাচ্ছন্ন অথবা দুঃস্বপ্নে বিদীর্ণ গলায় রাহেলা বলতে থাকে, সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখ, ১৯৭১ সাল। আমি একা সেদিন। একাই রাস্তায় বেরিয়েছি। পায়ে হেঁটে। না, গাড়িতে নয়। হেঁটে। বড় রাস্তা থেকে বাঁক নিয়েছি, এমন সময় আমার পেছনে একটা শব্দ। একটা গাড়ি থামল। তিনটে লোক লাফিয়ে বেরুল। একজন আমার পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে বলল, 'আওয়াজ করলেই খতম।' তার মুখে রশুনের গন্ধ। আশ্চর্য, এতবড় বিপদের মুখে পড়েও আমি ভাবছিলাম লোকটা দুপুরে কী খেয়েছে যে মুখে এত রশুনের গন্ধ? মেডিক্যালে পড়তাম। অ্যানাটমি জানতাম। সেই মুহূর্তে স্পষ্ট যেন দেখতে পেলাম লোকটার পেটের ভেতরে নাড়িভুড়ি পাকস্থলীতে রশুন বিজবিজ করছে, হজম হচ্ছে, ভালো হজম হয় নি এখনো, ঢেঁকুরে গন্ধ উঠে আসছে। আমার তখন উচিত ছিল চিৎকার করা। চেঁচিয়ে আমার নাম বলা, যে, আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি কিছুই করলাম না। সুবোধ মেয়ের মতো ওদের কথা শুনলাম। কেন শুনলাম জানি না। আমি ওদের নির্দেশে গাড়িতে গিয়ে বসলাম। প্রথমেই যদি চিৎকার না করা যায়, বাধা না দেয়া যায়, তো পরে আর কখনোই বাধা দেয়া যায় না। ধরা পড়বার তিনদিন পর ডাক্তারকে আমি প্রথম দেখি। তিনদিন পর। প্রথমে মনে হয়েছিল, উনি আমাকে বাঁচাবেন, উদ্ধার করবেন। খুব ভদ্রলোক মনে হয়েছিল। ঐ তিনদিনে পশু শুধু পশুদের আমি দেখেছি— মানুষ বেশে পশু। তারপর হঠাৎ— এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। গান! ফৈয়াজ খাঁর গান! ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, অন্ধকারে ঐ গান শুনে আমার কেমন লেগেছিল— তিনদিন খাওয়া হয় নি, সমস্ত শরীর অবশ, ব্যথারও আর কোনো বোধ নেই— ঠিক তখন—

রাহেলা আর বলতে পারে না। কান্নায় ভেঙে পড়ে।

উত্তেজিত সামাদ ছুটে ড্রয়িং রুমে যায়। অন্ধকারে বসে আছে ডাক্তার। হাত-পা বাঁধা। সামাদকে দেখেই সে ভীত পশুর মতো কেঁউ কেঁউ করে ওঠে।

সামাদ তার গলা টিপে ধরে চাপা তীব্রস্বরে বলে, দিবি না তুই জবানবন্দি? বল, বল, রাহেলাকে তুই কী করেছিলি!

ডাক্তার জবানবন্দি দিতে থাকে। ক্যাসেট রেকর্ডারে তার প্রতিটি কথা, শব্দ, তার নিঃশ্বাসের পতন— সব রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার বলে চলে, ক্যাসেটে আমি একটা মিউজিক চালিয়ে দিতাম। বন্দির মনে আস্থা জন্মাতে মিউজিক খুব কাজে দেয়। আমি যে ভালোমানুষ, বিশ্বাস করানো যায়। একটা মুশকিলও আছে। মিউজিক মানুষকে কষ্ট সহ্য করবার শক্তিও দিতে পারে। হ্যাঁ, এটা হয়। আসলে বন্দিরা যাতে কষ্ট সহ্য করতে পারে, সেজন্যেই ওরা আমাকে ডেকে এনেছিল। বন্দিরা কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মরে যাচ্ছিল, আমাকে তাই ডাকে। আমাকে বলেছিল, এমন কাউকে ওরা চায় যাকে ওরা বিশ্বাস করতে পারে। আমার এক ভাই গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করে। সে বলেছিল, বাবার প্রতিশোধ নেবার এই সুযোগ। একাত্তরের মার্চে শেখ মুজিবের নন-কোপারেশন মুভমেন্টের সময় দুষ্কৃতকারীরা আমার বাবাকে ফ্যাকটরি বন্ধ করতে বাধ্য করে। সেইদিনই বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কথা বলতে পারতেন না। আমার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকতেন আর তাঁর চোখের মনি দুটো ধ্বকধ্বক করত যেন বলতে চাইছেন—

বাংলার রূপ
বাঙালির মেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

আমারবই.কম

'প্রতিশোধ'। না, প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমি ওদের কথায় রাজি হয়ে বন্দিদের কাছে যাই নি। সত্যি কথা বলতে, আমি গিয়েছিলাম মানবিক কারণেই। দেশে গৃহযুদ্ধ চলছে, সামরিক বাহিনী গণতন্ত্রের পক্ষের লোকদের গ্রেফতার করছে, আমি ভেবেছিলাম— বন্দিদের অন্তত ন্যূনতম অধিকার আছে ডাক্তারি চিকিৎসা পাবার। এই উদ্দেশ্যেই যাই। পরে দেখতে পাই, ধীরে ধীরে কীভাবে যেন আমি আরো জড়িয়ে পড়ছি। আমার কাজ দাঁড়িয়ে যায়— বন্দিরা নির্যাতন কতটা নিতে পারবে, ইলেকট্রিক শক কতটুকু সহ্য করতে পারবে, এইসব দেখা, পরামর্শ দেয়া। ভেবেছি, এভাবে আমি বন্দিদের উপকার করতে পারব, তাদের প্রাণ বাঁচাতে পারব। এমনও হয়েছে, আমি অনেক সময় মিথ্যে করে বলেছি, না, এই বন্দিকে আর নির্যাতন করা যাবে না, সহ্য করতে পারবে না, মরে যাবে। কিন্তু ভেতর ভেতরে ধীরে ধীরে আমি বদলে যাচ্ছিলাম। মজা পেতে শুরু করেছিলাম। এক ধরনের আনন্দ। উল্লাস। আর সেই উল্লাসের নিচে চাপা পড়ে যায়, চাপা পড়ে যায়, চাপা পড়ে যায়— আমার কাজের আসল চেহারা, আসলেই আমি যা— এই মহিলাকে যখন আনা হলো, তখন আমি সম্পূর্ণ ডুবে গেছি

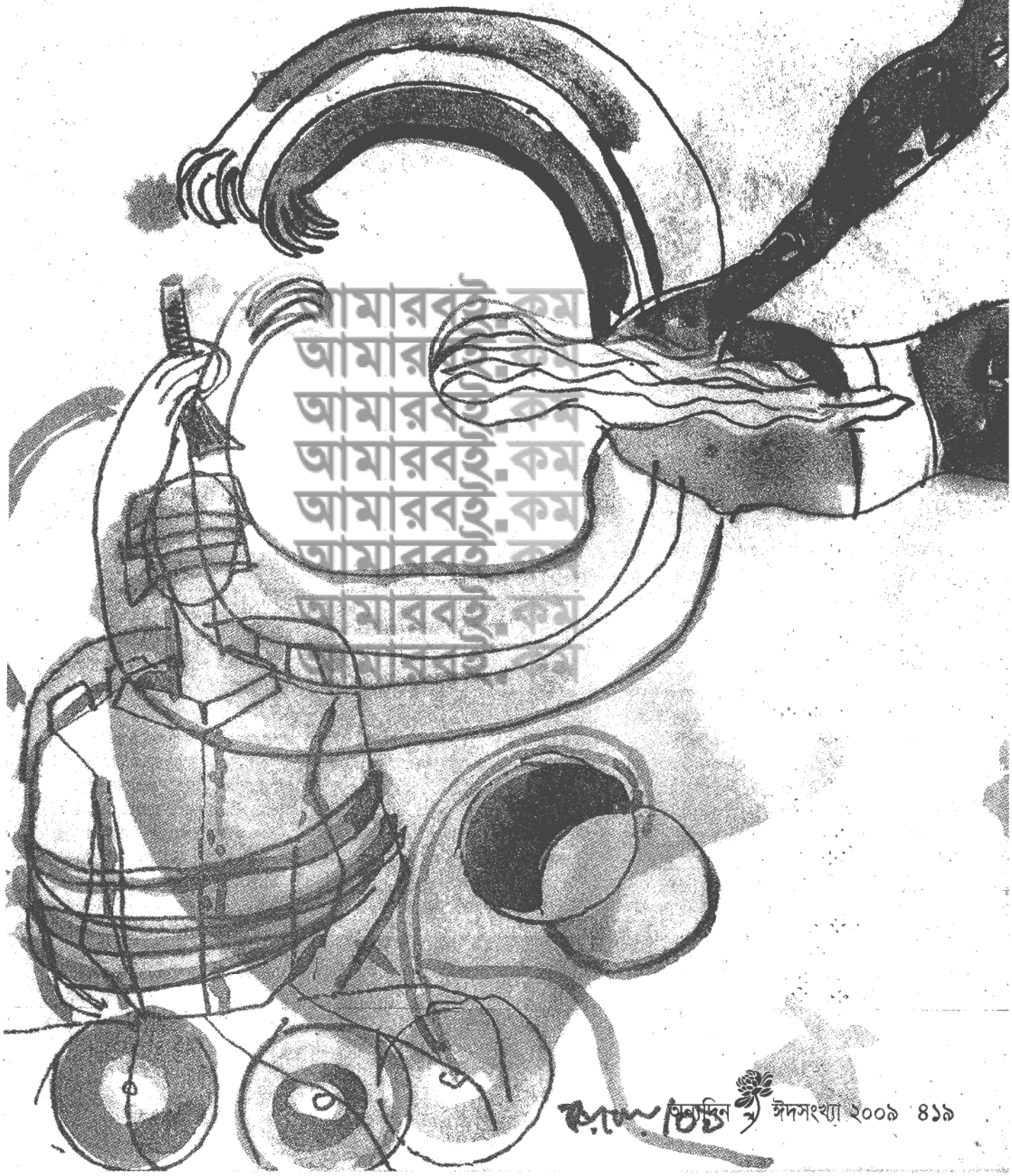

আমারবই.কম

উল্লাসে— এক ধরনের পাশবিকতা আমার সমস্ত চেতনা গ্রাস করে ফ্যালে। আমি সত্যি সত্যি মজা পেতে থাকি আমার এই ভূমিকায়। ইট বিকেম এ গেম। আমার ভেতরে দুটো সত্তা কাজ করতে থাকে— মরবিড অ্যান্ড সায়েন্টিফিক। ধরুন, মহিলাটির সহ্যশক্তি কতদূর ? কতখানি সে সইতে পারবে? ইলেকট্রিক শক দিলে— ডাজ হার সেক্স ড্রাই আপ ? এই অবস্থায় ক্যান শী হ্যাভ অ্যান অরগাজম ? সে পুরোপুরি আমার কবজায়, আমি তাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারি, মেয়েমানুষকে নিয়ে যত রকম আসন, যত রকমের উদ্ভট সেক্স, সব সব— সবকিছু। ছেলেবেলায় যা আমাকে শেখানো হয়েছে, আমার মা আমাকে যা শিখিয়েছেন, আমার সুনীতি, সুরুচি, বিবেক— সব তলিয়ে যায়। থাকে শুধু মজা আর উল্লাস। মিলিটারি এক অফিসার, কী যেন নামটা, নামটা কী যেন, না, ওরা ওদের আসল নাম কখনোই আমাকে জানতে দিত না, তো সেই অফিসার, হ্যাঁ সেই অফিসার, তাকে সবাই টাইগার বলে ডাকত, না, টাইগার নয়, বুচার, বুচার বলে ডাকত, বুচার নামে পরিচিত সেই অফিসার আমাকে বলত— জানেন ডক্টর, এই মাগিগুলো কাপড় তোলার জন্যে তৈরি, আর যদি একটু মিউজিক বাজালেন তো আপনাকে দুই ঠ্যাং দিয়ে জড়িয়ে ধরবে। লোকটা মেয়েদের সামনেই বলত। আপনার রাহেলার সামনেই বলেছে। আর শেষে আমি, শেষে আমিও— তবে, কেউ আমার হাতে মারা যায় নি, কোনো মহিলা, কোনো পুরুষ, কেউ না।

ডাক্তারের এই জবানবন্দি রাতেই আবার ক্যাসেটে বাজিয়ে ডাক্তারকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় সামাদ আর রাহেলা। লিখতে লিখতে ভোর হয়ে যায়।

ডাক্তার লিখে চলে, টু দ্য বেস্ট অব মাই মেমরি, আমি মিসেস রাহেলা সহ মোট চুরানব্বইজন আটক ব্যক্তির ইনটেরেগেশনে অংশ নিই। এর বেশি বলবার কিছু নেই আমার। আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আমি সকাতরে আশা করছি, আমার এই স্বীকারোক্তিতেই বোঝা যাবে আমি সত্যিই অনুতপ্ত। এই দেশ যখন পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমিতে নতুন আশা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, শান্তি ফিরে আসছে—

তখন আমারও প্রত্যাশা এবং এই আবেদন— আমাকে প্রাণভিক্ষা দেয়া হবে। বাদবাকি জীবন আমি আমার অপকর্মের স্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই। সবচেয়ে বড় যে শাস্তি, বিবেকের দংশন জ্বালা, আমি সেই শাস্তি পেয়ে গেছি।

ডাক্তার চোখ তুলে বলে, এখন ? দস্তখৎ ?

রাহেলা বলে, না। তার আগে আপনাকে আরো একটু লিখতে হবে। লিখুন— আমার ওপর কেউ কোনো চাপ বা হুমকি প্রয়োগ করে নি। আমি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে এই স্বীকারোক্তি দিলাম।

ডাক্তার ফিসফিস করে বলে, দ্যাটস নট ট্রু।

কঠোরস্বরে রাহেলা বলে, তাহলে চাপ প্রয়োগ করি ?

তাতেই কাজ হয়। ডাক্তার এই কথাটিও লিখে দস্তখত করে দেয় জবানবন্দির কাগজে।

সঙ্গে সঙ্গে রাহেলা ছুটে গিয়ে ঘরের প্রতিটি জানালার পর্দা খুলে দিতে থাকে। যেন সে প্রজাপতির মতো উড়তে থাকে। বালিকার মতো খুশিতে সে বলতে থাকে, ওগো, দ্যাখ, হ্যাঁগো, তাকিয়ে দ্যাখ না বাইরে— ঝড়ের হাওয়ায় সমুদ্রের বুকে ফুলে ফুলে উঠছে ঢেউ, সেই ঢেউ ছুঁয়ে দিনের প্রথম সূর্য— ওই। কী সুন্দর, তাই না গো ? আমি এখন বাধাবন্ধনহীন। না, সূর্যের মতো নয়। সূর্য তো রোজ ওঠে একই জায়গায়, একই সময়ে, একই পথ ধরে ঢলে পড়ে পশ্চিমে। আমি শঙ্খচিলের মতো বন্ধনহীন, মুক্ত। সমুখে জীবন। আহ, জীবন। কত দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে সমুখে।

জীবন রক্ষা পাবার আশায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে ডাক্তার। বলে, আমার তবে ছুটি! যাই!

তৎক্ষণাৎ চেহারা পালটে যায় রাহেলার। সুন্দর প্রজাপতি থেকে সে অসুরনাশিনী ভৈরবীর মূর্তি ধরে বলে, না। এক পাও নড়বেন না, ডক্টর। ছোট্ট একটা কাজ এখনো বাকি আছে। কী সুন্দর একটা দিন আজ। অবিশ্বাস্য সুন্দর। দিনটি আরো ভালো হয় কিসে জানেন ? যদি আপনাকে হত্যা করা যায়। তাহলে এখন আমি পরিপূর্ণ উপভোগ করতে পারি ফৈয়াজ খাঁর গান। মনে এতটুকু দুশ্চিন্তা নেই, যে, আপনি বেঁচে আছেন, আপনার নোংরা নিঃশ্বাস পড়ছে, আর সেই নিঃশ্বাসে বিষিয়ে উঠছে বাতাস, কলংকিত হচ্ছে সঙ্গীত, ডানা ভেঙে লুটিয়ে পড়ছে আমার সব শঙ্খচিল, আমার স্বামী, আমার স্বদেশ।

রাহেলা শোবার ঘরে ছুটে গিয়ে পিস্তলটা নেয়। পিস্তল তাক করেই সে ছুটে ফিরে আসে ড্রয়িংরুমে।

ডাক্তার ভীতকণ্ঠে বলে, ম্যাডাম, আপনি কথা দিয়েছিলেন, স্বীকারোক্তি দিলেই আপনি আমাকে ছেড়ে দেবেন, যেতে দেবেন।

কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু তখনো আমার মনে এক ফোঁটা একটুখানি সন্দেহ ছিল। কিন্তু আপনার মুখ থেকে সব শোনবার পর আমি এখন পুরোপুরি নিশ্চিত যে, আপনিই সেই লোক। আর তাই আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ বেঁচে থেকেও আমার নিজের মরে থাকা সারাটা জীবন, যেমন এই দীর্ঘ পনেরোটা বছর। অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লার কাছে প্রার্থনা করুন, ডক্টর, আর মাত্র এক মিনিট আপনার জীবন।

না, প্লিজ, আমি নির্দোষ, নিরপরাধ।

অপরাধ আপনি স্বীকার করেছেন।

না করি নি। সব মিথ্যে। আমি সত্যিই সে লোক নই, ম্যাডাম। আমি সব বানিয়ে বলেছি।

উন্মত্তের মতো হেসে ওঠে রাহেলা। খলখল করে হেসে ওঠে। ডাক্তার তো ডাক্তার, রাহেলার স্বামী পর্যন্ত ভীত হয়ে যায় তার চেহারা দেখে। পিস্তল সে তাক করে রয়েছে— যেন কেবল ডাক্তারের দিকে নয়, তার স্বামীর দিকেও।

রাহেলা বলে চলে, বিচার! বিচারের জন্যে এতগুলো বছর অপেক্ষা করে আছি। আমি, আমার মতো কত শত, জানো না ? কে করেছে বিচার ? কে দাঁড় করিয়েছে অপরাধীকে কাঠগড়ায় ? কেউ না। কেউ না। কেন চিরকাল আমাদের মতো মানুষকেই শুধু বিচারের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে ? আত্মত্যাগ করতে হবে ? আপোষ করবার বেলায় আমাদেরই শুধু আপোষ করতে হবে ? নিজের সব শেষ হয়ে গেলেও হাসিমুখে সব মেনে নিতে হবে ? না, আর নয়। এবার আর নয়। আজ তবে একজনের বেলায় সুবিচারটা হয়ে যাক। অন্তত একজনের বেলায়। কী এমন ক্ষতি হবে ? আপনাদের ভেতরে একজনকে হত্যা করলে কী এমন ক্ষতি হবে আর ?

বলতে বলতে রাহেলা তার হাতের পিস্তল তাক করে ধরে ডাক্তারকে যেন সে গুলি করবে। কিন্তু না। সে ভেঙে পড়ে। কান্নায় ভেঙে পড়ে। স্বামীকে বলে, পারবে ? পারবে তুমি তোমাদের কমিশনে বিচার করতে ? বলো পারবে ?

তিমির অবগুণ্ঠনে আর কতকাল ঢাকা থাকবে ইতিহাস ? ইতিহাস বলে, গণহত্যার ইতিহাস যদি আমরা ভুলে যাই, তাহলে আবার গণহত্যা হবে, আবার স্বৈরশাসন আসবে, আবার নির্যাতন চলবে, আবার দলিত হবে মানুষের স্বপ্ন আর সুসময়। ক্ষমার সুযোগে গতকালের অপরাধী আজ মিশে যাবে সমাজে, নিষ্পাপ মানুষের অভিনয় করবে, এমনকি বিশ্বাসও করবে, যে, তারা কোনো অপরাধ করে নি। আর আবার মূল্য দিতে হবে রাহেলার মতো মানুষকে, চরম মূল্য। আর ওরা থাকবে সমাজে নিষ্পাপ নিরপরাধের মুখোশ পরে। যে সমাজ অপরাধের বিচার করে না, সে সমাজ মৃত নষ্ট, ইতিহাস-বিস্মৃত॥ ■

বাংলার রূপ
বাঙালির মেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ বাঙালির মেলা